পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 341 Monday, 16 November 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৪১ সংখ্যা ✱ ২৯ কার্তিক ১৪৩৩, সোমবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

আসল দাবিদার কে?

২ ট্রাক ভর্তি নথি জমা মমতা-তৃণমূলের

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের আসল দাবিদার কে? জোড়াফুল প্রতীক এবং দলের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে ক্রমশ জোরালো হচ্ছে মমতা বংদ্যোপাধ্যায়ের শিবির ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী শিবিরের সংঘাত। দলের প্রকৃত পরিচয় এবং নেতৃত্বের অধিকার প্রমাণ করতে এবার নির্বাচন কমিশনের দরজায় পালটা শক্তি প্রদর্শন করল কালীঘাটের তৃণমূল। ঋতব্রতপন্থীরা ছয় ট্রাক ভর্তি নথি জমা দেওয়ার পর এবার দুই ট্রাক ভর্তি নথি নিয়ে দিল্লিতে হাজির হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। এদিন দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে এই বিপুল পরিমাণ নথি জমা দেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দোলা সেন। কমিশনের দফতর থেকে বেরিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, জমা দেওয়া নথির মধ্যে জোড়াফুল প্রতীকে নির্বাচিত ৩২ জন বিধায়কের হলফনামা রয়েছে। পাশাপাশি লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে মোট ১৯ জন সাংসদের সমর্থনের হলফনামাও জমা দেওয়া হয়েছে। কল্যাণের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই ১৯ জন সাংসদের মধ্যে আটজন লোকসভার এবং ন'জন রাজ্যসভার সদস্য। তবে এনসিপিআইতে যোগ দেওয়া কোনও সাংসদ এই হলফনামায় স্বাক্ষর করেননি বলেও দাবি করেছেন তিনি। এই নথি জমা দেওয়ার মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশনের সামনে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি তুলে ধরতে চাইল মমতা শিবির। উল্লেখ্য, ছাব্বিশের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে ৮০ জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে আলাদা হয়ে যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে ৬৩ জন বিধায়ক বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। সেই সংখ্যার ভিত্তিতেই নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করছেন ঋতব্রতপন্থীরা। অন্যদিকে, কালীঘাট শিবিরের বক্তব্য, শুধু বিধায়কের সংখ্যা দিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণ করা যায় না। দলের সংগঠন, নেতৃত্ব, সাংগঠনিক কাঠামো এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই দুই শিবিরের কাছ থেকেই প্রয়োজনীয় নথি ও প্রমাণ চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর আগে ঋতব্রতপন্থীদের তরফে কয়েক লক্ষ পাতার নথি জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই নথির প্রতিলিপি তাদের দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছিল কালীঘাট শিবির। যদিও ঋতব্রতপন্থীদের পালটা যুক্তি, নথি প্রকাশ্যে এলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ তৈরি হতে পারে।

'সব আদিবাসী পাবেন জমির অধিকার', ঝাড়গ্রাম থেকে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর!

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ১৫ নভেম্বর ঃ রাজ্যের সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে জমির অধিকার দেওয়ার বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' উদযাপনের অনুষ্ঠানে ঝাড়গ্রাম থেকে এই ঘোষণা করেন তিনি। একইসঙ্গে ভুয়ো তফসিলি জাতি শংসাপত্র ইস্যুতে রাজ্য সরকার যে কোনওরকম আপস করবে না, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হুঁশিয়ারি, আগামী দিনে কোনওভাবেই ভুয়ো এসসি সার্টিফিকেট দেওয়া চলবে না। ইতিমধ্যেই একাধিক ভুয়ো শংসাপত্রধারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি শবর জনজাতির মানুষের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রকল্প চালুর কথাও ঘোষণা করেন শুভেন্দু। বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ঝাড়গ্রামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এই কর্মসূচি থেকেই রাজ্যের সমস্ত আদিবাসী পরিবারকে জমির মালিকানা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, দীর্ঘদিন ধরে জমির অধিকারের দাবিতে লড়াই করে আসছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁদের সেই লড়াইকে মর্যাদা দিতেই রাজ্য সরকার জমির অধিকার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আজ শুধু পাঁচজনকে নয়, গোটা রাজ্যের ৭৭০ জন আদিবাসীর হাতে জমির



মালিকানা তুলে দিলাম। তিনি আরও জানান, রাজ্যের সমস্ত আদিবাসী মানুষ যাতে জমির অধিকার পান, তা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই বন দফতর, ভূমি দফতর এবং জনজাতি উন্নয়ন দফতরের সঙ্গে বৈঠক ও আলোচনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার কথাও জানানো হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই ঘোষণাকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের জমির অধিকার সংক্রান্ত দাবির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরেছে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে বনাঞ্চল ও বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী পরিবারগুলির জমির মালিকানা নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রশাসনিক তপরতা বাড়ানোর বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু। জমির অধিকারের পাশাপাশি এদিন ভুয়ো তফসিলি জাতি শংসাপত্র নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। এই ইস্যুতে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে আদিবাসী ও তফসিলি সম্প্রদায়ের নাম ব্যবহার করে এমন অনেককে ভুয়ো শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল, যাঁরা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আগের সরকার আদিবাসীদের নাম করে ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়েছিল। কিন্তু এই সরকারের আমলে একটা ভুয়ো এসসি সার্টিফিকেট দিতে দেওয়া হবে না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এদিন আক্রমণ করেন তিনি। লোকশিল্পীদের সঙ্গে হাত মেলানোর সময় গ্লাভস পরার প্রসঙ্গ তুলে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ নিয়ে কটাক্ষ করেন শুভেঃ দু। তাঁর অভিযোগ, একদিকে আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তাঁদের অধিকার নিয়ে অনিয়ম হয়েছে। তবে বর্তমান সরকার এই ধরনের কোনও অনিয়ম বরদাস্ত করবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি। ভুয়ো শংসাপত্রের মাধ্যমে সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের বিষয়েও প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই একাধিক ভুয়ো এসসি সার্টিফিকেটধারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আগামী দিনে শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে আরও কড়া নজরদারি চালানো হবে। প্রকৃত উপভোক্তারা যাতে তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে জানান তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে শবর সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, শবর জনজাতির মানুষ এবার থেকে পিভিজিটি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। উল্লেখ্য, শবর সম্প্রদায় জাতীয় পর্যায়ের বিশেষভাবে বিপন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু তাঁদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, কেঃদ্রীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও শবর সম্প্রদায়ের উন্নয়নের দায়িত্ব থেকে রাজ্য সরকার সরে আসবে না। রাজ্যের নিজস্ব উদ্যোগে তাঁদের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে শবর জনজাতির মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করছে প্রশাসন। শুধু জমির পাট্টা বা জনজাতি উন্নয়ন নয়, ঝাড়গ্রামের সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নেও একাধিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মোট ১৩৭টি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং ৫১টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে রাস্তা নির্মাণ, অঙ্গনওয়াড়ি কেঃদ্র, হস্টেল, সেতু-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ। সব মিলিয়ে বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীর

এরপর ৬-র পাতায়

সপ্তম বেতন কমিশন নিয়ে ফের মতামত জানানোর সময় বাড়ল



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৫ নভেম্বর ঃ সপ্তম বেতন কমিশনে নিজেদের দাবি ও মতামত জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হল। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বেতন, ভাতা, পদোন্নতি এবং অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে নিজেদের প্রস্তাব জমা দিতে পারবেন রাজ্য সরকারি কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তরা। শুক্রবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সপ্তম বেতন কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও আধা-সরকারি দপ্তরের কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্তদের কমিশনের আওতায় আনা হয়েছে। গত ৫ নভেম্বর অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তাঁরা এই সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের আবেদনের ভিত্তিতেও সময়সীমা বা।ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এর আগে গত ২ সেপ্টেম্বর কমিশনের তরফে মতামত চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে অর্থ দপ্তরের দু'টি বিজ্ঞপ্তিতে নতুন কিছু সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কমিশনের আওতায় আনা এবং কয়েকটি সংস্থাকে বাদ দেওয়ার কথা জানানো হয়। নতুন করে অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলির কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এবং বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের আবেদনের কথা মাথায় রেখেই এই সময়বৃদ্ধি। কমিশনের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে স্মারকলিপি ও মতামত জমা দিতে হবে। তবে কোনও হার্ড কপি, পিডিএফ বা ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। শুধুমাত্র ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট মডিউলে জমা দেওয়া প্রস্তাবই বিবেচনা করা হবে। সূত্রের খবর, কারা কমিশনের আওতায় থাকবেন, আর কারা বাদ পাবেন, তা নিয়েই জটিলতা কাটেনি এখনও। সেই কারণেই ফের বা।ানো হল বেতন, ভাতা ও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে মতামত জমা দেওয়ার সময়সীমা। নয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এর আগে গত ২ সেপ্টেম্বর কমিশনের তরফে মতামত চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে অর্থ দপ্তরের দু'টি বিজ্ঞপ্তিতে নতুন কিছু সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কমিশনের আওতায় আনা এবং কয়েকটি সংস্থাকে বাদ দেওয়ার কথা জানানো হয়। নতুন করে অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলির কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এবং বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের আবেদনের কথা মাথায় রেখেই এই সময়বৃদ্ধি। ৫ নভেম্বর অর্থদপ্তর দু'টি পৃথক রেজোলিউশন জারি করে। প্রথমটিতে রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিয়মিত অশিক্ষক কর্মী এবং তিনটি শিক্ষা বোর্ডের কর্মীদের বেতন কাঠামো ও চাকরির শর্ত পর্যালোচনার দায়িত্ব কমিশনকে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়টিতে ১৪টি উন্নয়ন পর্ষদ-সহ একাধিক সংস্থা কমিশনের আওতায় আনা হয়। একই সঙ্গে তিনটি সংস্থাকে বাদ দেওয়া হয়-পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি শিক্ষা পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ বৃত্তিমূলক শিক্ষা পরিষদ।

টালিগঞ্জে মালা রায়কে ঘিরে 'চোর চোর' স্লোগান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৫ নভেম্বর ঃ রবিবার সকালে টালিগঞ্জে ছট পুজোর একটি বিকল্প ঘাট পরিদর্শনে যেতেই মালা রায়কে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ। তাঁকে দেখে রীতিমতো ফুঁসে ওঠেন এলাকার বাসিন্দারা। শান্তিপূর্ণ ছটপুজোয় বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে সাংসদের বিরুদ্ধে। এরপরই তাঁকে ঘিরে শুরু হয় ব্যাপক বিক্ষোভ। ওঠে 'চোর চোর' স্লোগান। পালটা মালা রায়ের দাবি করেন, বিকল্প ঘাটে সমস্ত ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে এসেছেন তিনি। বিজেপির বিরুদ্ধে আঙুল তুলে মাঠ দখলের চেষ্টার অভিযোগও তোলেন তিনি। স্থানীয়দের অভিযোগ, ১৫ বছর ধরে অত্যাচার চালিয়েছেন এই এমপি। বিজেপির লোক বলে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করেছে। এমপির নামে কলঙ্ক। এখানকার মানুষের উপর দিনের পর দিন অত্যাচার চালিয়েছেন। আজকে এসেছে ছটপুজো বানচাল করতে।

আসন পুনর্বিন্যাসের জন্য বিশেষ অধিবেশন নয়! সিদ্ধান্ত বদল কেন্দ্রের?

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর ঃ বিশেষ অধিবেশন নয়, একেবারে নিয়মমাফিক শীতকালীন অধিবেশন ডাকতে চলেছে মোদি সরকার! দিনকয়েক আগে খবর ছড়ায়, আসন পুনর্বিন্যাস এবং মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করাতে বিশেষ অধিবেশন ডাকছে কেন্দ্র। যেহেতু বাদল অধিবেশন এখনও সরকারিভাবে সমাপ্ত হয়নি, তাই আবারও সেই অধিবেশন চালু করবে মোদি সরকার, এমনটাই অনুমান ছিল। কিন্তু এবার শোনা যাচ্ছে, সটান শীতকালীন অধিবেশনই ডাকা হবে। ১৩ আগস্ট লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয়ই অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি করা হয়েছিল। তারপর ৯৪ দিন কেটে গিয়েছে। তবু শেষ হয়নি সংসদের বাদল অধিবেশন। ভারতের ইতিহাসে এতদিন ধরে অধিবেশন চলার নজির নেই। প্রথম থেকেই কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি সুর চা।য়েছিল বিষয়টি নিয়ে। কেন অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে না, কী উদ্দেশ্যে কেন্দ্র এখনও অধিবেশন চালিয়ে যাচ্ছে, সেই নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছে হাত শিবির। এহেন পরিস্থিতিতে শোনা যায়, আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করাতে খুব তাড়াতাড়ি বিশেষ অধিবেশন ডাকবে কেন্দ্র।

'নিজেরা আদালতে যাচ্ছে না, সিপিএমকে দিয়ে মামলা করাচ্ছে তৃণমূল!' শমীকের বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৫ নভেম্বর ঃ কলকাতা ও হাওড়া পুরসভায় নির্বাচন ঘিরে নতুন করে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। আসন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সিপিএম নেতারা। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, নিজেদের স্বার্থে সরাসরি আদালতে না গিয়ে সিপিএমকে সামনে রেখে আইনি লড়াই চালাচ্ছে তৃণমূল। একইসঙ্গে সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। আদালতে সিপিএমের যাওয়ার প্রসঙ্গে শমীক বলেন, তৃণমূল নিজেরা না গিয়ে সিপিএমকে দিয়ে আদালতে পাঠাচ্ছে। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে নিশানা করে তাঁর মন্তব্য, একসময় যিনি তৃণমূলের পাশে বসতেও লজ্জা পেতেন, আজ সেই বিকাশবাবুর কাছেই যাচ্ছে শাসকদল। তৃণমূলের অনুরোধে সাড়াও দিচ্ছেন তিনি। ব্যঙ্গের সুরে শমীকের কটাক্ষ, উনি অনেক বড় মনের মানুষ। কলকাতা ও হাওড়া পুরসভায় নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও রাজ্যের শাসকদলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। রবিবার বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নিউ আলিপুরের ট্রাইঅ্যাঙ্গুলার পার্কে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শমীক ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দমদমের বিধায়ক সৌরভ শিকদার



এবং বেহালা পূর্বের বিধায়ক শংকর শিকদার। সেখান থেকেই আদিবাসী উন্নয়ন ও জনজাতি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। শমীক জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিরসা মুন্ডার জন্মদিনকে 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসীদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছে তৃণমূল। কিন্তু সেই রাজনীতি এখন মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অসম্মান করার অভিযোগ তুলেও তৃণমূলকে আক্রমণ করেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্যে একলব্য মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রাক্তন তৃণমূল সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। এদিন গোপীবল্লভপুরে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির প্রসঙ্গও তুলে ধরেন শমীক। তৃণমূলকে নিশানা করে তিনি বলেন, গত ১৫ বছর ধরে রাজ্যে এক অন্য 'ভগবানের কথা শোনা গিয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, ভগবান বিরসা মুন্ডা গাছের তলায় থাকেন, আর অন্য 'ভগবান থাকতেন সুসজ্জিত বাড়িতে। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে সরব হন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তাঁর দাবি, একটি খ্রিস্টান স্কুলে শিক্ষিকাদের গেরুয়া শাড়ি না পরার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আসানসোলের একটি কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধেও ধর্মান্তকরণের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ তোলেন তিনি। শমীকের বক্তব্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির আখড়া হতে দেওয়া যায় না। পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদের আরও নমনীয়, সংযত ও দায়িত্বশীল আচরণ করার বার্তাও দিয়েছেন তিনি।

মঞ্চে সখ্য তবু জোটে বিষ, কুণাল-কল্যাণ কাজিয়া, গৃহযুদ্ধে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৫ নভেম্বর ঃ মে মাসের রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বঙ্গ রাজনীতিতে একের পর এক নাটকীয় সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদলের পর তৃণমূল শিবিরে বড়সড় ভাঙন ধরে বিধানসভায় মমতা তৃণমূল ও ঋত শিবির নামে দু'টি পৃথক গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করেছে। এর পাশাপাশি দলের কু।জিন সাংসদ তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ায় রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই জাতীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বেবির ফোনে কথাবার্তা এবং দিল্লিতে জ্ঞানেশ বিরোধী আন্দোলনে একই মঞ্চে পাশাপাশি বসার দৃশ্য নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। শুধু দিল্লির রাজপথেই নয়, এরাজ্যেও বিজেপি বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচিতে সিপিএম এবং মমতা তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। আর ঠিক এই আবহেই বাম ও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার প্রশ্নে মমতা তৃণমূলের অন্দরেই তীব্র গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। দলের দুই শীর্ষ নেতা কুণাল ঘোষ এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জোটের প্রশ্নে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান নেওয়ায় রাজনৈতিক মহলে জোর শোরগোল পড়েছে।ঘটনার সূত্রপাত প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির

এরপর ৬-র পাতায়

ব্রিটেনের নাগরিকত্ব পেলেন পলাতক ললিত মোদি

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর ঃ ভারতের বাজারে তাঁর কোটি কোটির দেনা। একাধিক ভারতীয় এজেন্সি তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে। তাঁকে প্রত্যর্পণের চেষ্টাও করছে সরকার। এসবের মাঝেই আইনের ফাঁক গলে সম্ভবত ভারত সরকারের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেন ললিত মোদি। ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে তিনি ব্রিটেনের নাগরিক হয়ে গেলেন। ব্রিটেনের পাসপোর্ট পাওয়ার খবর সোশাল মিডিয়ায় দিয়েছেন আইপিএলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ভারতের পাসপোর্ট ছা।তে চেয়ে আবেদন করেন ললিত মোদি। তিনি লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে ভারতীয় পাসপোর্ট জমা দেওয়ার আর্জি জানান। ততদিনে তিনি এক এজেন্সির মাধ্যমে ব্রিটেনের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করে ফেলেছেন। শনিবার সেই পাসপোর্ট হাতে পান ললিত। সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, আমার জন্য গর্বের মুহূর্ত। আমি ব্রিটিশ নাগরিক হতে পেরে গর্বিত। ব্রিটেন আমার জন্য দীর্ঘদিনের আবাসস্থল, এই দেশটাকে আমি সম্মান করি, ভালোবাসি। ব্রিটেনের নাগরিক হওয়া মানে একই সঙ্গে দায়িত্বও বাড়া। সেটা আমি পালন করতে প্রস্তুত। জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছি।

কংগ্রেসের মঞ্চে ইতালীয় নেতার মুখে 'ভোটচুরি' স্লোগান!

রাহুল গান্ধীকে 'বিদেশি শক্তির পুতুল' বলে তোপ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর ঃ হায়দরাবাদে কংগ্রেসের ভারত সম্মেলনে যোগ দিয়ে ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে মন্তব্য ইতালীয় রাজনীতিক জিয়াকোমো ফিলিব্যাকের। রাহুল গান্ধীর পাশে দাঁড়িয়ে 'ভোটচুরি' ইস্যুতে সরব হতেই শুরু রাজনৈতিক বিতর্ক। বিদেশি নেতার ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মন্তব্য নিয়ে কংগ্রেসকে নিশানা বিজেপির। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এবার বিদেশি রাজনৈতিক নেতার মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত। হায়দরাবাদে আয়োজিত কংগ্রেসের ভারত সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ভারতের গণতন্ত্র এবং ভোটপ্রক্রিয়া নিয়ে সরব হলেন ইতালীয় রাজনীতিক তথা পার্টি অফ ইউরোপিয়ান সোশালিস্টসের মহাসচিব জিয়াকোমো ফিলিব্যাক। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের 'ভোটচুরি' স্লোগানেও সমর্থন জানাতে দেখা গেল তাঁকে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হয়েছে। গত ১৩ ও ১৪ নভেম্বর হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের ভারত সম্মেলন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা এবং কর্মী-সমর্থক। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কংগ্রেস নেতৃত্বের পাশাপাশি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মহলের প্রতিনিধিরাও। তাঁদের মধ্যেই অন্যতম ছিলেন পার্টি অফ ইউরোপিয়ান সোশালিস্টসের মহাসচিব জিয়াকোমো ফিলিব্যাক। সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিয়াকোমো বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। তাঁর দাবি, ভারতে গণতন্ত্র আক্রমণের মুখে রয়েছে। তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। সেই সঙ্গে রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ানোরও আহ্বান জানান তিনি। জিয়াকোমোর কথায়, উদ্বেগজনক পরিস্থিতির দিকে আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এ ধরনের সমাবেশ বা সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে গণতন্ত্র আক্রমণের মুখে পড়েছে। আমাদের তা রক্ষা করতে হবে। আর এই রক্ষার সর্বোত্তম উপায় হল রাহুল এবং কংগ্রেস দলের পাশে দাঁড়ানো। এখানেই শেষ নয়। আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, পার্টি অফ ইউরোপিয়ান সোশালিস্টস, কংগ্রেস এবং বিশ্বের অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলন একই প্রগতিশীল রাজনৈতিক জোটের অংশ। সামাজিক ন্যায়বিচার, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র রক্ষার মতো বিষয়গুলিতে এই জোটের অঙ্গীকার রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তবে জিয়াকোমোর এই বক্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বিশেষ করে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একজন বিদেশি রাজনীতিকের প্রকাশ্য মন্তব্যকে কেঃদ্র করে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের বক্তব্য, দেশের গণতন্ত্র, নির্বাচন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে বিদেশি নেতাদের এভাবে মন্তব্য করার সুযোগ করে দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে বিজ

রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা হরদীপ সিং পুরীর, ইস্তফাপত্র গ্রহণ করলেন চেয়ারম্যান



নয়াদিল্লি, ১৫নভেম্বর ঃ রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। তিনি উত্তর প্রদেশ থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তাঁর ইস্তফাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছেন এবং শনিবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ থেকেই তাঁর এই পদত্যাগ কার্যকর হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য, হরদীপ সিং পুরী ২০১৮ সালে প্রথমবার উত্তর প্রদেশ থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে ২০২০ সালের নভেম্বরে পুনর্নির্বাচিত হন। বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি তিনি সংসদের উচ্চকক্ষে উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। হঠাৎ করে তাঁর রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে জল্পনা শুরু হয়েছে।

জম্মুর কলা কেন্দ্রে পালিত জনজাতি গৌরব দিবস

জম্মু, ১৫ নভেম্বর জম্মুর কলা কেন্দ্রে জনজাতি বিষযক্ দফতরের পক্ষ থেকে ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫১-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জনজাতি গৌরব দিবস অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে জনজাতি বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ রানা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগবান বিরসা মুন্ডার অবদান এবং জনজাতি সমাজের অধিকারের জন্য তাঁর সংগ্রামকে স্মরণ করা হয়। মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ রানা ভগবান বিরসা মুন্ডাকে জনকল্যাণের দেবতা হিসেবে বর্ণনা করেন। ভগবান বিরসা মুন্ডার জীবন ও সমাজের জন্য করা কাজের গুরুত্বের ওপর জোর দেন মন্ত্রী। উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল, ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রতি সম্মান জানানো এবং জনজাতি সমাজের ইতিহাস ও অবদানকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

সুরাটে কাপড়ের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! ঘটনাস্থলে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন, চলছে আগুন নেভানোর কাজ



সুরাট, ১৫ নভেম্বর ঃ গুজরাতের সুরাট শহরের খারভাসা এলাকায় একটি কাপা।রে গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গুদামের ভেতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য বস্ত্র ও কাপড় মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছা।য়ে পা।ে এবং গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ চলছে।দমকল ও স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সুরাটের খারভাসা এলাকার ওই বিশাল কাপা।রে গুদাম থেকে আচমকাই আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের তীব্রতা বা।তে থাকায় স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।খবর পেয়েই দমকল বাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দমকল কর্মীরা চারদিক থেকে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে আগুন আশপাশের অন্যান্য গুদাম বা জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ছা।য়ে পা।তে না পারে। ঠিক কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটল, তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার পর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মিশর ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু, কায়রো সফরে মন্তব্য পীযূষ গোয়েলের

কায়রো, ১৫ নভেম্বর ঃ মিশর সফরে গিয়ে ভারত ও মিশরের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক ও কৌশলগত সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। রবিবার মিশরের রাজধানী কায়রোতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসি দুই দেশের সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার ফলস্বরূপ ভারত থেকে এক বিশাল বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল বর্তমানে কায়রো সফরে এসেছে।রবিবার কায়রোতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, মিশর ভারতের একটি



গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসি আমাদের অংশীদারিত্বকে কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এখানে একটি অত্যন্ত বড় প্রতিনিধিদল এসেছে। আফ্রিকার কোনও দেশে ভারতের তরফে এটিই অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক সফর বলে উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, সম্ভবত এর আগে কোনো আফ্রিকান দেশে এত বড় ভারতীয় প্রতিনিধিদল কখনো সফর করেনি। ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রের ১২৫ জনেরও বেশি প্রতিনিধি, রপ্তানিকারক, স্টার্টআপ এবং প্রযুক্তি সংস্থাগুলি কায়রোতে এসেছে। আমার বিশ্বাস, এটি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং আমাদের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

ছট পুজো উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটে গোলাপ জল ছড়ানোর উদ্যোগ কলকাতা পুরসভার

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ ছট পুজো উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটগুলিতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিল কলকাতা পুরসভা। পুজোর সময় ঘাটগুলিতে যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়, সেই লক্ষ্যে গোলাপ জল ছড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে, যেখানে ছট পুজোর আয়োজন করা হযেছে, সেখানে পুরসভার পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ কার্যকর করা হচ্ছে।পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল আগেই জানিয়েছিলেন, ছট পুজো উপলক্ষে সমস্ত ঘাটে দুর্গন্ধ দূর করতে গোলাপ জল ছড়ানো হবে। রবিবার জানা গেছে, সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই এবার কলকাতার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে গোলাপ জল ছড়ানোর কাজ শুরু হযেছে।ছট পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই গঙ্গার ঘাটগুলিতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। পুণ্যার্থীদের ভিড়ের পাশাপাশি ঘাটের পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশের বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব পায়। সেই কথা মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা বলে জানা গিয়েছে।পুরসভার এই উদ্যোগে ছট পুজো উপলক্ষে ঘাটগুলিতে দুর্গন্ধের সমস্যা কমবে এবং পুণ্যার্থীরা আরও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পুজো দিতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

হজ প্রশিক্ষণ কর্মশালাঃউলুবেড়িয়া



মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়াঃ উলুবেড়িয়ার ১নং ব্লকের ফাতিমাতুজ জাহারা বালিকা মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হলো ২০২৭ সালের হজ প্রশিক্ষণ কর্মশালা।রবিবার উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের রনমহল ফাতিমাতুজ জাহারা মাদ্রাসায় আগামী বর্ষের সৌদি আরবে হজ করতে যাওয়া শতাধিক ব্যাক্তিকে নিয়ে এই কর্মশালা।সৌদি আরবে হজ করতে যাওয়া এবং অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হাতে কলমে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকগনের তত্বাবধানে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।২০২৭ সালে সৌদি আরবের মক্কা,মদিনা সহ একাধিক স্থানে হজের আনুসঙ্গিক পালন করতে হয়।উল্লেখ্য প্রতি বছর বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান সৌদি আরবে হজ করতে যায, এবং সেখানে বিশেষ নিয়মাবলী পালন করতে হয়।এই অনুষ্ঠান্যে তত্বাবধানে ছিলেন আল বাংলা খাদিমুল হুজ্জাজ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।প্রশিক্ষণে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটির বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক গন।উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষক ছিলেন মুফতি মুজিবুর রহমান,আলহাজ মহসিন হালদার,ডঃবাযদুর রহমান,হাজী নজরুল ইসলাম,খলিল মল্লিক সহ অন্যান্য বিশিষ্টগন।

বিমল আকোইজামের নিয়োগ নিয়ে সরব বিজেপি, 'দ্বিচারিতা'র অভিযোগ তুললেন বাঁশুরি স্বরাজ



নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর ঃ আসন্ন মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস সাংসদ বিমল আকোইজামকে দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী কমিটিতে জায়গা দেওয়ায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল বিজেপি। শনিবার নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ অভিযোগ করেন, কংগ্রেস দল ' একটি অত্যন্ত সাধারণ বিষয়ে পরিণত করেছে।সাংবাদিক সম্মেলনে বাঁশুরি স্বরাজ বলেন, কংগ্রেস দল দ্বিচারিতাকে এক অতি সাধারণ বিষয় করে তুলেছে। একদিকে আপনারা জানেন যে, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) ১১ জন ছাত্রী বিমল আকোইজামের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন। শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে পদক্ষেপ নেওয়া হলে এবং তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। বিমলকে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল।কংগ্রেস নেতৃত্বের নীরবতা ও উল্টে তাঁকে পুরস্কৃত করার অভিযোগ তুলে বিজেপি সাংসদ আরও বলেন, কংগ্রেস দল তাঁকে না কোনও শোকজ নোটিস দিয়েছে, না কোনও ব্যাখ্যা চেয়েছে। বরং হ্যাঁ, কংগ্রেস পার্টি নিশ্চিতভাবেই তাঁকে পুরস্কৃত করেছে।মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের সাম্প্রতিক সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের ক।। সমালোচনা করে বাঁশুরি স্বরাজ বলেন, আসন্ন মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, যৌন হেনস্থার মতো এমন গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত কংগ্রেস সাংসদ বিমল আকোইজামকে নির্বাচন কমিটি, প্রচার কমিটি এবং ইস্তাহার কমিটির সহ-চেয়ারম্যান (কো-চেয়ারম্যান) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই ইস্যুতে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের জবাবদিহি দাবি করেছে বিজেপি।

চার দেশীয় সার্ক ঐতিহাসিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান



অভিজিৎ হাজরা, হাওড়াঃআসাম রাজ্যের বরাক উপত্যাকার শ্রীভূমি (অধুনা করিমগঞ্জ) জেলার কানাইবাজার সংলগ্ন গড়ের মুখের সন্নিকটস্থ, বিশ্ব মানব ধর্ম বিকাশ পরিষদের আয়োজনে চার দেশীয় সার্ক ঐতিহাসিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে মঞ্চে উপবিষ্ট হন নেপাল, হংকং, বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য যথা পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় থেকে আগত কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সংগীতশিল্পী, সমাজসেবী এবং বিশিষ্ট গুণীজনেরা। অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বলন এবং আগুনের পরশমণি সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। আন্তর্জাতিক স্তরের সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ দেশ থেকে আগত পুষ্পেন রায়। হংকং থেকে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মুর্শীদ জামান, নেপাল থেকে উপস্থিত ছিলেন ইশতিযাক আহমেদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জয়ন্ত নাথ, মাধব দেবনাথ (আসাম), তানিয়া মন্ডল (ত্রিপুরা), কৃপা মোহন চাকমা (ত্রিপুরা), পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার থেকে আনারুল ইসলাম প্রামানিক, ধুপগুড়ি থেকে গৌরাঙ্গ রায়, ময়নাগুড়ি থেকে জয়শ্রী অধিকারী, হুগলি জেলা থেকে তপতী মাইতি, কাবেরী সিংহরায়, দীপঙ্কর পোড়েল, হাওড়া জেলা থেকে ড. সহদেব দোলুই প্রমূখ। অনুষ্ঠানটি বেশ জমজমাটি হয়ে উঠেছিল, কবিতা পাঠ সংগীত পরিবেশন এবং গুণীজনের সুন্দর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. সহদেব দোলুই যিনি বিশ্ব মানব ধর্ম বিকাশ পরিষদ এর কেন্দ্রীয় কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা। বিশ্ব মানব ধর্ম বিকাশ পরিষদের সভাপতি প্রতিষ্ঠাতা হলেন নীহার রঞ্জন দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক হলেন বিষ্ণুপদ দাস , এবং সহ-সভাপতি হলেন দীপঙ্কর পোড়েল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দীপঙ্কর পোড়েল । মহতী এই অনুষ্ঠানে বিশ্ব মানব ধর্ম বিকাশ পরিষদ প্রদান করেন ২০জন কবি-সাহিত্যিক, সমাজসেবী, সঙ্গীত শিল্পী, প্রমুখদের মায়ারানী দেবী ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড অ্যাওয়ার্ড-২০২৬ এবং ৩৫ জনকেপ্রদান করেন লালন ফকির ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড অ্যাওয়ার্ড-২০২৬।সংস্থার সম্পাদক- বিষ্ণুপদ দাস এবং সভাপতি- নীহার রঞ্জন দেবনাথ নির্বাচিত ঘোষণা অনুযায়ী Best Book of The Year-২০২৬. মুখোশের অন্তরালে গল্পগ্রন্থের জন্য ড. সহদেব দোলুইকে লালন ফকির ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেন। সংস্থার সভাপতি নীহার রঞ্জন দেবনাথ বলেন- ড. সহদেব দোলুই এর লেখা এই গল্প গ্রন্থটি(মুখোশের অন্তরালে) আগামী দিনে পাঠক মহলে সমাদৃত হবে এবং বাংলা ভাষা- আমার প্রিয় মাতৃভাষার প্রসার হোক, পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে এই কামনা করি।

আবেগ নয়, এবার মৌলিক ইস্যুতেই জবাবদিহি করতে হবে সরকারকে ঃঅখিলেশ যাদব



নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর ঃ এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি এবং আজাদ সমাজ পার্টি (কাঁশিরাম)-এর সভাপতি চন্দ্রশেখর আজাদের মধ্যে হওয়া জোটকে স্বাগত জানালেন সমাজবাদী পার্টির (সপা) সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। শনিবার নয়াদিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই রাজনৈতিক সমীকরণকে একটি ' পদক্ষেপ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। অখিলেশ যাদবের মতে, এই জোটের ফলে সাধারণ মানুষকে আর আবেগতা।তি স্লোগান বা ফাঁকা বুলিতে বিভ্রান্ত করা যাবে না, বরং দেশের মৌলিক সমস্যাগুলি সামনে উঠে আসবে।ওয়েইসি এবং চন্দ্রশেখর আজাদের নতুন জোট প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সমাজবাদী পার্টির প্রধান বলেন, এটি একটি ইতিবাচক অগ্রগতি। ইতিবাচক এই কারণেই যে, এটি নিশ্চিত করবে যাতে মানুষ আবেগপূর্ণ আহ্বানে বিভ্রান্ত বা আকৃষ্ট না হন। পরিবর্তে, এখন মৌলিক বিষয়গুলি (ফান্ডামেন্টাল ইস্যু) উত্থাপিত হবে।কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দলকে নিশানা করে ' (পিছড়া, দলিত এবং সংখ্যালঘু) ভোটব্যাঙ্ক প্রসঙ্গে অখিলেশ যাদব আরও বলেন, বর্তমান সরকার প্রায়শই ফাঁকা বুলি বা আবেগপ্রবণ বিষয়গুলিকে কাজে লাগিয়ে 'পিডিএ' সম্প্রদায়ের ভোট আদায় করে নেয়। আমি আশা করি যে, এই নতুন জোট সেই সমস্ত মূল ও বাস্তবসম্মত বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করে সরকারকে জবাবদিহির মুখে দাঁড় করাবে।

চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা ও জাল জয়নিং লেটার বিলি! পুরুলিয়ায় গ্রেফতার এক মহিলা



পুরুলিয়া,১৫ নভেম্বরঃচাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা ও জাল জয়নিং লেটার দেওয়ার অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেফতার করল পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ। রবিবার ধৃত মহিলাকে আদালতে পেশ করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত মহিলার নাম মিতালী রায়। বেশ কিছুদিন ধরে এলাকায় চাকরি দেওয়ার নামে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগ উঠছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে মোটা অঙ্কের টাকা আত্মসা করা এবং তাঁদের হাতে জাল নিযোগপত্র বা জয়নিং লেটার ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে।এই ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে পুলিশ। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে তদন্ত শুরু করে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ এবং অভিযুক্ত মিতালী রায়কে গ্রেফতার করে। রবিবার ধৃতকে পুরুলিয়া আদালতে তোলা হয়। এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা এবং এই চক্রের জাল কতদূর বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রোদ ঝলমলে আকাশ ডোডায়, পারদ পতনে বাড়ছে শীতের দাপট



ডোডা (জম্মু ও কাশ্মীর), ১৫ নভেম্বরঃদু'দিনের টানা তুষারপাত ও বৃষ্টির পর শনিবার ঝলমলে রোদের দেখা মিলল জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলার ভালেসা উপত্যকায়। দীর্ঘ শুষ্ক আবহাওয়ার পর এই বৃষ্টি ও তুষারপাতে যেমন সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে, তেমনই সতেজ তুষারপাতে চারপাশের পাহাড়গুলি এক অপরূপ সাদা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। তবে তুষারপাতের জেরে তাপমাত্রার পারদ একধাক্কায় অনেকটা নিচে নেমে যাওয়ায় উপত্যকায় তীব্র শীতের দাপট শুরু হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দু'দিন ধরে ভালেসার উঁচু পার্বত্য এলাকায় ভারী তুষারপাত এবং নিচু ও সমতল অংশে বৃষ্টিপাত হয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে চলা শুষ্ক আবহাওয়ার অবসান ঘটিয়ে এই প্রাকৃতিক পরিবর্তন জনজীবনে স্বস্তি এনে দিয়েছে। শনিবার সকাল থেকেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে ঝলমলে রোদ ওঠায় স্থানীয় বাসিঃদা ও পর্যটকদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে। তুষারপাতের ফলে ভালেসা সংলগ্ন পাহাড়ের চূড়া ও উপত্যকা পুরু বরফের চাদরে ঢেকে গিয়ে এক মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। তবে মনোরম এই পরিবেশের পাশাপাশি তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় আসন্ন হা।কাঁপানো শীতের আগমনী বার্তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গোটা ডোডা জেলায়।

যতই বুলডোজার চালানো হোক, কণ্ঠ রোধ করা যাবে নাঃঅভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়



কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ কালীঘাটে তাঁর বাসভবনের সামনের ফুটপাথ থেকে অস্থায়ী নিরাপত্তা শেড ভাঙতে বুলডোজার অভিযানের পরপরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পদক্ষেপের নেপথ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ইঙ্গিত দিয়ে কড়া ভাষায় তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনোভাবেই তাঁকে দমিয়ে রাখা যাবে না এবং শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত তিনি এক ইঞ্চিও পিছু হটবেন না।এদিন নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স মাধ্যমে জানান, যতই বুলডোজার নিয়ে আসা হোক না কেন, কোনও বুলডোজারই আমার কণ্ঠস্বর রোধ করতে পারবে না কিংবা আমার দৃঢ় সংকল্পকে ভাঙতে পারবে না। 'বাংলা বিরোধীদের' বিরুদ্ধে আমার এই লড়াই আগামী দিনেও সমানভাবে জারি থাকবে। আমার শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত আমি না পিছু হটব, না এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেব।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই ১২১ কালীঘাট রোডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির মূল গেটের বাইরে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী ও কলকাতা পুলিশের উপস্থিতিতে বুলডোজার নামিয়ে ফুটপাথ সংলগ্ন একটি অস্থায়ী শেড খুলে ফেলার কাজ শুরু হয়। অভিষেকের দফতরের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল যে, নিরাপত্তাজনিত কারণে রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টরেট অফ সিকিউরিটির পক্ষ থেকেই ওই অস্থায়ী কাঠামোটি তৈরি করা হয়েছিল। সাতসকালের এই বুলডোজার অভিযানের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কড়া রাজনৈতিক বার্তা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে পারদ চড়িয়েছে।

' কফি উইথ করণ'-এ টক্সিক'-এর দৃশ্য নিয়ে মুখ খুললেন কিয়ারা আদভানি

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর ঃটক্সিক' ছবিতে যশের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ দৃশ্য নিয়ে হওয়া সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রথম মুখ খুললেন অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি। ' কফি উইথ করণ'-এর নবম সিজনে স্বামী সিদ্ধার্থ মালহোত্রার সঙ্গে উপস্থিত হয়ে কিয়ারা জানান, সমাজ মাধ্যমে হওয়া ট্রোলিং তাঁর ওপর কোনও বিশেষ প্রভাব ফেলেনি।করণ জোহরের সঙ্গে কথোপকথনের সময় কিয়ারা বলেন, এই বিষয়ে সিদ্ধার্থের কোনো আপত্তি ছিল না। তিনি কখনোই বিষয়টি তোলেননি, এমনকি দুজনের মধ্যে এ নিয়ে কোনো আলোচনাও হয়নি। কিয়ারার মতে, সিদ্ধার্থ এই ঘটনা নিয়ে কখনো উদ্বেগ প্রকাশ করেননি। চলচ্চিত্র



জগতে নারীদের দীর্ঘদিন ধরেই এ ধরনের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন সহ একাধিক অভিনেত্রীর উদাহরণ টেনে তিনি জানান, এমন পরিস্থিতি দশকের পর দশক ধরে চলে আসছে।

রাশিফল

মেষঃ মানসিক চাপ কমাতে আপনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে হবে এবং শান্তভাবে সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। আজ আপনি বেশি আবেগপ্রবণ থাকবেন, তাই নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। বুঝতে হবে, এই কঠিন সময় সাময়িক এবং তা কাটিয়ে উঠতে আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে।
বৃষঃ চাপ মুক্ত হতে আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। আপনি বাচ্চাদের উপশমকারী ক্ষমতা অনুভব করবেন।
মিথুনঃ আপনার প্রাণবন্ত স্বভাব এবং যোগাযোগের দক্ষতায় মানুষ মুগ্ধ হবেন। আজ আপনি নিজের চিন্তাভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, যার ফলে আপনার সম্পর্কগুলি আরও মজবুত হবে।
কর্কটঃ আপনার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে মানুষ মুগ্ধ হবেন, যার ফলে সামাজিক যোগাযোগ বাড়বে।
সিংহ ঃ আপনার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে মানুষ মুগ্ধ হবেন, যার ফলে সামাজিক যোগাযোগ বাড়বে।
কন্যাঃআজ কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনি মানসিক চাপ ও উদ্বেগের সম্মুখীন হতে পারেন, যা আপনার কর্মশক্তির উপর প্রভাব ফেলবে। শুভ দিন হবে আজকে।
তুলাঃআপনার মিশুকে স্বভাব এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব আপনাকে নতুন বন্ধু তৈরি করতে এবং পুরনো বন্ধুত্ব আরও মজবুত করতে সাহায্য করবে।
বৃশ্চিকঃ উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চার প্রতি একনিষ্ঠ হোন। আজ, আপনার অর্থ অনেক কিছুতে ব্যয় করা যেতে পারে। শুভ দিন।
ধনুঃ আজ ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটতে পারে।
মকরঃ অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উৎসাহদান করবে। যদিও কেউ কাউকে তাদের ঋণ দেওয়ার বা দেওয়ার বিষয়ে পছন্দ করেন না, তবে অভাবী ব্যক্তিকে আপনার অর্থ ঋণ দিয়ে আপনি স্বস্তি বোধ করবেন।
কুম্ভঃআজ নতুন উদ্যম ও উসাহের সঙ্গে আপনি নিজের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে নতুন উদ্যোগ নিতে পারেন। নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এটি অত্যন্ত ভাল সময়। বিবাহের যোগ হতে পারে।
মীনঃ ন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা আজ যে কোনও জায়গা থেকে অর্থ অর্জন করতে পারবেন যা এক মুহুর্তে বেশ কয়েকটি জীবনের সমস্যাগুলি দূর করবে। সংসারে শান্তি হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

আন্দামান সাগর ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সংলগ্ন এলাকাঃ আগামী ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, যার সর্বোচ্চ গতিবেগ দমকা হাওয়ায় ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরঃ১৪ ও ১৫ নভেম্বর ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া (দমকা হাওয়ায় ৬০ কিমি পর্যন্ত) বইবে। ১৬ ও ১৭ নভেম্বর হাওয়ার গতিবেগ আরও বেড়ে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিমি এবং দমকা হাওয়

সুন্দরবন বাঁচানোর দাবিতে জয়নগরে কনভেনশন, বৃহত্তর গণআন্দোলনের ডাক

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ সুন্দরবনের নদী, নদীবাঁধ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষার দাবিতে জয়নগরে অনুষ্ঠিত হল ‘সুন্দরবন বাঁচাও’ বিষয়ক কনভেনশন। রবিবার বিকেলে জয়নগরের শান্তি সংঘের লাইব্রেরি হলে আয়োজিত এই কনভেনশন থেকে সুন্দরবনের ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত সংকট মোকাবিলায় বৃহত্তর জনমত গড়ে তোলা এবং ধারাবাহিক গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। কনভেনশনে উপস্থিত মৎস্যবিজ্ঞানী, গবেষক, ভূতত্ত্ববিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও পরিবেশপ্রেমীরা সুন্দরবনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে নদীভাঙন, দুর্বল নদীবাঁধ, জলবায়ু পরিবর্তন, ম্যানগ্রোভ অরণ্যের সংকট এবং সুন্দরবনের মানুষের জীবন-জীবিকার অনিশ্চয়তার বিষয়গুলি। এদিন বক্তব্য রাখেন মৎস্যবিজ্ঞানী এম এ হাসান, গবেষক কানাইলাল দাস, ভূতত্ত্ববিদ ডঃ অদিতি দাস, প্রত্নতত্ত্ববিদ বিশ্বজিৎ সাহু, ‘শুধু সুন্দরবন চর্চা’র সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্র লাহিড়ী, কনভেনশনের আহ্বায়ক অজয় বাইন, সুজিত পাত্র-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বক্তারা বলেন, সুন্দরবনকে শুধুমাত্র একটি বনাঞ্চল হিসেবে দেখলে চলবে না। এখানকার নদী, মাটি, ম্যানগ্রোভ অরণ্য, জীববৈচিত্র্য এবং মানুষের জীবন-জীবিকা একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হওয়া, নদীবাঁধের দুর্বলতা, ক্রমাগত ভাঙন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সুন্দরবনের অস্তিত্বের সামনে বড়সড় বিপদ তৈরি করছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা, স্থায়ী ও শক্তিশালী নদীবাঁধ এবং স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ। কনভেনশনের আহ্বায়ক অজয় বাইন বলেন, সুন্দরবনের সংকট আজ আর শুধু সুন্দরবনের মানুষের সমস্যা নয়, এটি সমগ্র সমাজের উদ্বেগের বিষয়। নদীভাঙন ও বাঁধ ভেঙে মানুষের ঘরবাড়ি, জমি ও জীবিকা বিপন্ন হচ্ছে। অথচ এই সংকটের স্থায়ী সমাধানের পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন ও সাময়িক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সুন্দরবনকে বাঁচাতে হলে এখানকার মানুষের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সুজিত পাত্র বলেন, সুন্দরবনের উন্নয়নের নামে যদি প্রকৃতির সংবেদনশীল ভারসাম্য নষ্ট করে কর্পোরেট পর্যটন ও মুনাফার নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা হয়, তাহলে তা সুন্দরবনের মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন হবে না। সুন্দরবনের নদী, অরণ্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি মৎস্যজীবী, মৌয়াল, বাওয়ালি ও দ্বীপাঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

‘মদনদা বলে দিচ্ছি, বৌদি আছেন, ছেলেদের পছন্দ করি, নাতি হয়ে গেছে, এমন আক্রমণ করব বাড়িতে মুখ দেখাতে পারবে না’

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ এবার মদন মিত্র বনাম কুণাল ঘোষের তরজা। মদনকে সরাসরি হুঁশিয়ারি কুণাল ঘোষের। রাজনীতির বাইরে গিয়ে আক্রমণ করেছেন মদন, অভিযোগ কুণালের। এমন আক্রমণ করব মুখ দেখাতে পারবেন না, হুঁশিয়ারি কুণালের। ফোন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ম্যানেজ করার অনুরোধ করেছেন মদন বলে দাবি বেলেঘাটার বিধায়কের। ১৩ নভেম্বর কলকাতার বিবাদী বাগে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির জন্মবার্ষিকী ও মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে অবিজেপি একাধিক দলের শীর্ষ নেতারা একমঞ্চে উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছন কুণালও। সেই নিয়েই বেলেঘাটার বিধায়ককে আক্রমণ করেন মদন মিত্র। আজ তারই পাল্টা দেন কুণাল। ক্ষুব্ধ কুণাল ঘোষ বলেন, ‘মদনদাকে অনেক দিন থেকে চিনি। সকালে আমাদের বিরুদ্ধে কোনও বক্তব্য রাখলে, রাতে ফোন করেন। আপনি বাড়ির লোককে ইডি ডেকে পাঠিয়েছে বলে অবস্থান বদল করেছেন।’ তিনি বলেন, ‘কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে স্বসম্মানে আমন্ত্রণ করা হয় আমায়। প্রিয়দার প্রতি দুর্বলতার জন্যই একটু বেশি সময় থেকে গিয়েছিলাম সেখানে। বাকি কংগ্রেস নেতা-নেত্রীও আমায় ভালোবাসেন। এরপর তার সংযোজন, ‘মদনদা রাজনৈতিকভাবে যা পারো বলো, আমি উত্তর দেব। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমায় হিট করলে আমি পাল্টা এমন হিট করব তুমি মুখ দেখাতে পারবে না। ‘বিলো দ্য বেল্ট’ কাকে বলে জানো না। দাদা বলিখবিকেলে খারাপ কথা বলে রাতেও যখন ফোন করো আমি সেই ফোন ধরি। মিস করলে রিং ব্যাক করি।’ এরপর বলেন, ‘কুণাল ঘোষ অনেক ঝড়-ঝাপ্টা সামনে সম্মান নিয়ে চলার পক্ষে। কুণাল পার্সোনাল অ্যাটাক করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মুখ দেখাতে পারবে না বলে দিলাম। ফালতু ঘাঁটাতে যেও না। কল লিস্টের টাইম দেখাব? বৌদি আছে। ছেলেদের পছন্দ করি.. নাতি হয়ে গেছে। এমন আক্রমণ আনব না, বাড়ি শুদ্ধু মুখ দেখাতে পারবে না মদনদা।

একটিও ভুয়ো এসটি শংসাপত্র দিতে দেব না, ঝাড়গ্রামে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর



দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী ও জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষে রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ির সাহাড়ি মাঠে সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আদিবাসীদের জমির অধিকার, ভুয়ো তফসিলি জনজাতি (এসটি) শংসাপত্র এবং জনজাতি উন্নয়নের একাধিক বিষয় তুলে ধরে এ দিন বক্তব্য রাখেন তিনি। একই সঙ্গে ঝাড়গ্রাম জেলার প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া এবং কোনও বাড়ি আর কাঁচা বা টিনের থাকবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। সভার আগে ভগবান বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান তিনি। সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত নেতাকেও প্রণাম জানান মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, রাজ্য জুড়ে আট হাজার মাঝি বাবাকে সম্বর্ধনা জানিয়ে সম্মানিত করছে রাজ্য সরকার। আদিবাসীদের জমির অধিকার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে পাট্টার দাবিতে লড়াই করেছেন জনজাতির মানুষ। তাঁদের সেই অধিকারের স্বীকৃতি দিতেই এ দিন ৭৭০ জন আদিবাসীর হাতে জমির মালিকানা তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, আগের মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে লোকশিল্পীদের সঙ্গে ছবি তুললেও আদিবাসীদের জমির মালিকানা দেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হননি। বরং বৈধদের বাদ দিয়ে ভুয়ো এসটি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ইতিমধ্যেই ৭৩টি ভুয়ো এসটি শংসাপত্র চিহ্নিত করে বাতিল করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ‘একটাও ভুয়া এসটি সার্টিফিকেট দিতে দেবো না।’ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে বসিয়েছেন। অথচ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় তৃণমূল বিধায়কেরা তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। নিজের মন্ত্রিসভায় আদিবাসী প্রতিনিধিত্বের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় সর্বাধিক আদিবাসী বিধায়ককে স্থান দেওয়া হয়েছে। ১৬টি তফসিলি জনজাতি সংরক্ষিত আসনে জয়ের পাশাপাশি অন্যান্য আসনেও আদিবাসী প্রতিনিধিরা জয়ী হয়েছেন বলে জানান তিনি। জনজাতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে শবরদের অন্তর্ভুক্তির কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বিশেষ ভাবে দুর্বল জনজাতি গোষ্ঠী (পিভিটিজি)-র আওতায় শবরেরা না থাকলেও রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে তাঁদের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। ঝাড়গ্রামের উন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আকাশপথে জেলা পরিদর্শনের সময় বহু টিনের চাল ও কাঁচা বাড়ি তাঁর নজরে এসেছে। জেলার প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি কোনও বাড়ি আর কাঁচা বা টিনের থাকবে না বলেও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। এ দিন মোট ১৩৭টি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং ৫১টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাস্তা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, হস্টেল, সেতু ও কালভার্টের মতো একাধিক পরিকাঠামোগত প্রকল্প রয়েছে সেই তালিকায়। জনজাতি উন্নয়ন ও জেলার পরিকাঠামো উন্নয়নকে সামনে রেখেই বেলপাহাড়ির সাহাড়ি মাঠের এই কর্মসূচি সাজানো হয়েছিল।

নবান্নের রঙে বড় বদল ! নীল-সাদা নয়, গেরুয়াও নয়– কোন রঙে রাঙানো হচ্ছে ভবন ?



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই সরকারি ভবন থেকে শুরু করে রাস্তা, উড়ালপুল;বিভিন্ন সরকারি পরিকাঠামোর রঙে পরিবর্তনের ছবি সামনে এসেছে। এবার সেই পরিবর্তনের তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দপ্তর নবান্ন। এতদিন নীল-সাদা রঙে সজ্জিত নবান্ন এবার নতুন রূপে সাজতে চলেছে। তবে ভবনের গায়ে গেরুয়া রঙের প্রলেপ পড়ছে না। তার পরিবর্তে হলুদ ও সাদা রঙের মিশ্রণে সাজিয়ে তোলা হবে রাজ্যের প্রশাসনিক ভবনটিকে। নবান্ন সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে আলোচনার পর ভবনের নতুন রঙের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। খুব শীঘ্রই শুরু হতে পারে রং করার কাজ। রাজ্যে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই সরকারি পরিকাঠামোর বাহ্যিক চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগের সরকারের আমলে বহু সরকারি ভবন, রাস্তা এবং উড়ালপুল নীল-সাদা রঙে সাজানো হয়েছিল। নতুন সরকার আসার পর সেই রঙের পরিবর্তে বিভিন্ন জায়গায় গেরুয়া রঙের ব্যবহার শুরু হয়েছে। কোথাও আবার হলুদ ও সাদা রঙের মিশ্রণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবার সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগতে চলেছে রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্র নবান্নেও। সূত্রের খবর, নবান্নের নতুন রঙের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হলুদ ব্যবহার করা হবে না। হলুদের সঙ্গে সাদা অথবা ঘিয়ে রঙের সংমিশ্রণ থাকবে। ফলে ভবনটির বাহ্যিক চেহারায় আসতে চলেছে নতুনত্ব। প্রশাসনিক স্তরে আলোচনার পর এই রঙের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও নতুন রঙের কাজ কবে থেকে শুরু হবে, সে বিষয়ে এখনও নির্দিষ্ট সময়সূচি সামনে আসেনি। প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগেই নবান্নের নামফলকের রঙে পরিবর্তন আনা হয়েছিল। নীল-সাদার পরিবর্তে সেখানে গেরুয়া রঙের ব্যবহার করা হয়। শুধু নবান্ন নয়, রাজ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবন বিকাশ ভবনের নামফলকেও রঙের পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এবার শুধু নামফলক নয়, গোটা ভবনের বাহ্যিক রূপ বদলের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ফলে প্রশাসনিক ভবনগুলির রঙের পরিবর্তন নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। এদিকে, নবান্নের রং পরিবর্তনের পাশাপাশি ভবনটির সংস্কারের কাজও শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। নবান্ন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই সংস্কার সংক্রান্ত কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। সেই প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। দরপত্র সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পরই সংস্কারের কাজ এগোবে বলে জানা গিয়েছে। ভবনের বিভিন্ন অংশের প্রয়োজনীয় মেরামতি এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়টিও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। শুধু নবান্ন নয়, তার পাশেই অবস্থিত উপান্ন ভবনেও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উপান্নের ভিতরের এবং বাহ্যরের অংশে প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজ করা হবে বলে সূত্রের খবর। প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে ভবনটির পরিকাঠামো আরও উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দপ্তর মহাকরণে ফিরবে কি না, তা নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে আলোচনা চলছে। একসময় মহাকরণ থেকেই রাজ্যের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হত। পরবর্তীকালে নবান্নে স্থানান্তরিত হয় রাজ্য সরকারের প্রধান প্রশাসনিক দপ্তর। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মহাকরণে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মহলে। তবে সূত্রের খবর, আপাতত মহাকরণে প্রশাসনিক কাজকর্ম ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। সেখানে পরিকাঠামোগত একাধিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার ও অন্যান্য প্রস্তুতি ছাড়া এত বড় প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থানান্তর করা সম্ভব নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই আপাতত নবান্ন থেকেই রাজ্যের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করবে সরকার। সব মিলিয়ে নবান্নের রং পরিবর্তন, সংস্কার এবং উপান্নের মেরামতির উদ্যোগ ঘিরে প্রশাসনিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। একদিকে যেমন ভবনের বাহ্যিক চেহারায় পরিবর্তন আসতে চলেছে, অন্যদিকে তেমনই পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রস্তুতিও চলছে। এখন দেখার, নতুন রঙের সাজে নবান্নকে কবে থেকে দেখা যায় এবং সংস্কারের কাজ কত দ্রুত সম্পন্ন হয়।

নৈহাটিতে শ্যামাপূজায় বিঘ্ন না ঘটার অন্যতম কারণ জিআরপি তথা রেল পুলিশের কঠোর নিরাপত্তায় সক্রিয়তা পালন



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ প্রশান্ত দাশগুপ্ত নৈহাটিতে শ্যামা পূজায় বিঘ্ন না ঘটার অন্যতম কারণ জিআরপি তথা রেল পুলিশ প্রশাসন ও তাদের কঠোর নিরাপত্তার ঘেরাটোপ।শ্যামাপূজা উপলক্ষে নৈহাটি স্টেশন ভিজিট করলেন রেলের আই পি এস অফিসার সহ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের উচ্চ আধিকারিকবৃন্দ। এইদিন নৈহাটি স্টেশন ভিজিটে উপস্থিত হয়ে ছিলেন জয় বিশ্বাস আইপিএস, আইজিপি-রেল, দেবাশীষ নন্দী আইপিএস, এসআরপি- শিয়ালদহ জিআরপি ডিস্ট্রিক্ট, অরূপ ভৌমিক, ডিএসআরপি- রানাঘাট, সঙ্গে ছিলেন নৈহাটি জিআরপির আইসি , জয়দীপ চক্রবর্তী। সব মিলিয়ে নৈহাটি স্টেশনের গোটা স্টেশন চত্বর পরিভ্রমণ করলেন নৈহাটির বড়মা এবং শ্যামা পূজা উৎসব উপলক্ষে কোনও যাত্রী বা ভক্তদের কোনরকম বিভ্রাট বা বিঘ্ন না ঘটে। জিআরপি তথা রেল পুলিশের উদ্যোগে শান্তিতে ও সুশৃংখলভাবেই রেলযাত্রীরা ও কালিদর্শনে ভক্তদের কোনও অসুবিধাই হয়নি বলে জানালেন নৈহাটি জিআরপি।

ষষ্ঠী থেকে নবমী, কৃষ্ণনগরে একমাত্র নুড়িপাড়াতেই চারদিনের জগদ্ধাত্রী পুজো ! ১৩৪তম বর্ষে বস্ত্রদান



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া, ১৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই ঐতিহ্য, আবেগ আর উৎসবের মেলবন্ধন। শহরের অধিকাংশ বারোয়ারিতে যেখানে নবমী তিথিতে একদিনের পুজোর প্রচলন, সেখানে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম নুড়িপাড়া বারোয়ারি। কৃষ্ণনগরের একমাত্র এই বারোয়ারিতেই মহাষষ্ঠী থেকে মহানবমী পর্যন্ত টানা চারদিন ধরে চলে দেবী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা। স্থানীয় মানুষের কাছে তাই নুড়িপাড়ার জগদ্ধাত্রী মা পরিচিত ‘চারদিনী মা’ নামে। এবার ১৩৪তম বর্ষে পা রাখছে এই পুজো। রবিবার মহাষষ্ঠী থেকেই শুরু হচ্ছে এবারের আরাধনা। ঐতিহ্যের পাশাপাশি এবারও পুজোকে ঘিরে থাকছে একাধিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আয়োজন। বস্ত্রদান, কচিকাঁচাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পোলাও ভোগ বিতরণের পাশাপাশি মহানবমীতে প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার মানুষের জন্য থাকছে বিশেষ অন্ন মহোৎসব। নুড়িপাড়া বারোয়ারির এই চারদিনের পুজোর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এলাকার মানুষের একসময়ের আক্ষেপ। পুজো কমিটির বর্তমান সম্পাদক অক্ষয় পাল এবং অন্যতম কর্মকর্তা প্রশান্ত সিংহ জানান, ১৯৬৮ সাল বা তার আগের সময়ে নুড়িপাড়া সংলগ্ন এলাকায় তেমন কোনও দুর্গাপুজোর আয়োজন ছিল না। ফলে দুর্গাপুজোর চার দিন ধরে উৎসবে অংশ নেওয়া কিংবা নিয়মিত অঞ্জলি দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতেন এলাকার বাসিন্দারা। সেই অভাব পূরণের লক্ষ্যেই তৎকালীন পুজো উদ্যোক্তারা দুর্গাপুজোর আদলে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী;এই চারদিন ধরে জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে সেই উদ্যোগই এলাকার নিজস্ব ঐতিহ্যে পরিণত হয়। আজও সেই রীতি মেনেই চলে নুড়িপাড়ার জগদ্ধাত্রী আরাধনা। কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম। তাঁর আমলে এই শহরে দেবী জগদ্ধাত্রীর আরাধনার যে ঐতিহ্যের প্রসার ঘটে, সময়ের সঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন পাড়ায়। গড়ে ওঠে একাধিক বারোয়ারি পুজো। চাষাপাড়া বুড়িমা-সহ শহরের বিভিন্ন পুজোর নিজস্ব ঐতিহাসিক পরিচিতি রয়েছে। তবে নুড়িপাড়া বারোয়ারির বিশেষত্ব তার চারদিনের আরাধনা। চন্দননগরের পুজোর আদলে এখানে ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত চলে পুজোর যাবতীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। কৃষ্ণনগরের প্রচলিত একদিনের নবমী পুজোর ধারার মধ্যে থেকেও এই ব্যতিক্রমী রীতি নুড়িপাড়াকে দিয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি। পুজোর ধর্মীয় রীতিতেও রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা প্রশান্ত সিংহ জানান, এখানে কোনও বলিপ্রথা নেই। সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে নিষ্ঠার সঙ্গে দেবীর আরাধনা করা হয়। প্রাচীন আচার ও নিয়মনীতি মেনেই প্রতিবছর পুজোর আয়োজন করা হয়। চারদিন ধরে চলে পুষ্পাঞ্জলি, সন্ধ্যারতি-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান। শুধু এলাকার বাসিন্দারাই নন, আশপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকেও বহু ভক্ত দেবী দর্শন ও পুজো দিতে আসেন। এবার বাংলা ১৪৩৩ সনের ২৮ কার্তিক, অর্থাৎ ১৫ নভেম্বর রবিবার মহাষষ্ঠীর বোধন ও প্রতিমার অলংকার পরানোর মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে পুজো। তার আগে শুক্রবার চতুর্থীতে মায়ের চক্ষুদান এবং শনিবার পঞ্চমীতে দান গ্রহণের পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। পুজোর নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে পুষ্পাঞ্জলির ব্যবস্থা থাকছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় হবে বিশেষ আরতি। রবিবার মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যা ৭টায় পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনের দিনই সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবে দুঃস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। সোমবার মহাসপ্তমীতে পাড়ার কচিকাঁচাদের নিয়ে নাচ-গান-সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার মহাষ্টমীতে পুষ্পাঞ্জলি ও রাতের সন্ধিপুজোর পাশাপাশি এলাকাবাসীর মধ্যে পোলাও ভোগ বিতরণ করা হবে। বুধবার মহানবমীতে পুজোর অন্যতম আকর্ষণ অন্ন মহোৎসব। পুষ্পাঞ্জলি ও হোম-যজ্ঞের পর প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার মানুষকে বসিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছে পুজো কমিটি। মেনুতে থাকছে পোলাও, আলুর দম, চাটনি ও মিষ্টি। পুজোর আনন্দ যাতে এলাকার সব স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, সেই ভাবনা থেকেই এই আয়োজন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পাড়ার মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন আরও দৃঢ় করার উদ্যোগ নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। বৃহস্পতিবার ২ অগ্রহায়ণ, অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর বিজয়া দশমীর সকালে পালকিতে শোভাযাত্রা-সহকারে ঘট বিসর্জন হবে। বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে দেবীবরণ। এরপর রাতে কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যবাহী ‘সাঙ’-এ করে প্রতিমা নিরঞ্জনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটবে এবারের পুজোর। একসময় এলাকার মানুষকে দুর্গাপুজোর চারদিনের আনন্দ ও অঞ্জলিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দিতে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, আজ তা নিজস্ব ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে পুজোর আয়োজনের পরিধি বেড়েছে, যুক্ত হয়েছে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। কিন্তু বদলায়নি ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত চারদিন ধরে দেবী আরাধনার মূল রীতি। কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলিত ধারার মধ্যে থেকেও নুড়িপাড়া বারোয়ারির এই ব্যতিক্রমী আয়োজন আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। কয়েক প্রজন্মের আবেগ, এলাকার ইতিহাস এবং ধর্মীয় নিষ্ঠাকে সঙ্গে নিয়েই ১৩৪তম বর্ষে ফের উৎসবের অপেক্ষায় নুড়িপাড়ার ‘চারদিনী মা’।

ছেলের হাতের জাদুতে জীবন্ত ‘রামায়ণ’ ! বড় পর্দায় ঝড় কৌশিকের



দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ বর্তমানে বহুল চর্চিত, বড় পর্দার ছবি ‘রামায়ণ’। সেই ছবির ভিএফএক্স-এ কাজ করে প্রশংসা কুড়ালেন মুর্শিদাবাদের কান্দির ছেলে কৌশিক দত্ত। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্টুডিও ডিএনইজি-তে ভিএফএক্স শিল্পী হিসেবে কর্মরত। প্রায় ছয় বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতায় তিনি একাধিক ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ও ওয়েব সিরিজের প্রজেক্টে কাজ করেছেন। তাঁর কাজের তালিকায় রয়েছে ‘দ্য ওডিসি’, ‘দ্য বয়েজ’, ‘ডিউন পার্ট ২’, ‘ফাইটার’, ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ এবং ‘ব্রহ্মাস্ত্র’-র মতো উল্লেখযোগ্য প্রজেক্ট। এমনকি ‘রামায়ণ’ চলচ্চিত্রের সরকারি ক্রেডিট তালিকাতেও তাঁর নাম রয়েছে। কান্দির মতো মফস্বল এলাকা থেকে উঠে এসে আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্রে ভিএফএক্স কর্মযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত থাকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ বিষয়ে কৌশিক দত্ত জানান, সিনেমার যে সমস্ত অবাস্তব দৃশ্যগুলি বাস্তবে সাধারণ ক্যামেরায় শুট করা সম্ভব নয়, সেগুলোকেই ভিএফএক্স প্রযুক্তির মাধ্যমে সিনেমার পর্দায় ফুটিয়ে তোলা হয়। তিনি আরও বলেন, অনেক সময় দেখা যায় কোনও ফাইটিং সিকোয়েন্স থাকে কিংবা রক্ত অথবা মার্ডারের দৃশ্য থাকে, সেগুলো হয়তো বাস্তবে শুট করা সম্ভব নয়। সেগুলোই আমরা চেষ্টা করি ভিএফএক্স-এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার। ‘রামায়ণ’-এও যে বিশাল প্রাসাদ, যুদ্ধক্ষেত্র, কাল্পনিক জগৎ এবং অবিশ্বাস্য দৃশ্য দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, তা ভিএফএক্স-এর মাধ্যমেই করা হয়েছে এবং এই কাজ যে টিম করেছে, সেই টিমের মধ্যেই আমি ছিলাম। প্রসঙ্গত, ভিএফএক্স হলো সিনেমার জগতে এমন একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে বিভিন্ন অবাস্তব দৃশ্যাবলী খুব সহজে সিনেমার পর্দায় ফুটিয়ে তোলা যায় এবং এই দৃশ্যগুলি দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হন। বাস্তবে ধারণ করা দৃশ্যের সঙ্গে কম্পিউটারে তৈরি ডিজিটাল পরিবেশ, চরিত্র, আলো-ছায়া ও বিভিন্ন দৃশ্যগত উপাদান যুক্ত করে একটি সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত দৃশ্য তৈরি করাই ভিএফএক্স শিল্পীদের মূল উদ্দেশ্য। তাই ‘রামায়ণ’-এর মতো পৌরাণিক ও বৃহৎ পরিসরের চলচ্চিত্রে ভিএফএক্স প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন নগরী, বিশাল স্থাপত্য, যুদ্ধের দৃশ্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং পৌরাণিক কল্পনার জগতকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলতে বিভিন্ন ভিএফএক্স বিভাগের শিল্পীরা একসঙ্গে কাজ করেন। শুটিংয়ের ফুটেজে ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরি করে, কম্পিউটার জেনারেটেড বা সিজিআই অ্যানিমেশন, আলোকসজ্জা এবং কম্পোজিটিং-এর মতো প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি হয় সেই দৃশ্যগুলি, যা দর্শকের কাছে বাস্তবের মতোই অনুভূত হয়। সিনেমার পর্দায় দেখা দৃশ্যগুলিতে দর্শক মুগ্ধ হলেও ভিএফএক্স-এর কাজ কিন্তু খুব একটা সহজ নয়। অবাস্তব দৃশ্যকে বাস্তব রূপে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা ভিএফএক্

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৪১ সংখ্যা, সোমবার , ২৯ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

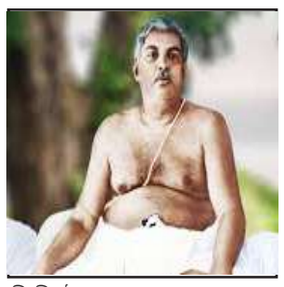
সাহিত্যিক মীর মশাররফ

সাহিত্যিক এবং সম্পাদক মীর মশাররফ হোসেন জন্ম ১৩ নভেম্বর, ১৮৪৭ সালে। তিনি প্রথম জীবনে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিক' (১৮৬৩) ও কবি ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) পত্রিকায় সংবাদ প্রেরণ করতেন। এই সুবাদে কাঙাল হরিনাথের সাথে তাঁর হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল যা আমৃত্যু বহাল থাকে। মীর মশাররফ হোসেন বিবাহের পর লাহিনীপাড়া থেকে প্রথম স্ত্রীর নামে 'আজিজন নেহার' নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৭৪ সালে। সামান্য কয়েক মাস পর পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯০ সালে তিনি পুনরায় লাহিনীপাড়া থেকে 'হিতকরী' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকার কোথাও সম্পাদকের নাম ছিল না। 'হিতকরীর' কয়েকটি সংখ্যা টাঙ্গাইল থেকেও প্রকাশিত পয়েছিল। এ পত্রিকাখানির সহকারী সম্পাদক ছিলেন কুষ্টিয়ার বিখ্যাত উকিল রাইচরণ দাস। মীর একখানি (রবেনা সুদিন কুদিন কয়দিন গেলে) বাউল গান লিখে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের 'ফিকিরচাঁদ ফকিরের' বাউল দলের সদস্য হন। 'মশা বাউল' ভণিতায় তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট বাউল সংগীত রচনা করেছিলেন। সংগীত সম্বন্ধে তাঁর বেশ ভাল জ্ঞান ছিল। তাঁর 'সংগীত লহরীতে' বিভিন্ন তালের অনেকগুলি উতকৃষ্ট সংগীত আছে। গদ্যে, পদ্যে, নাটক, নভেলে মীর মশাররফ হোসেন প্রায় ৩৭ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গদ্যরীতি ছিল বিশুদ্ধ বাংলা। তবে তাঁর পদ্যনীতি প্রায় সবই অনুকৃতি ও কষ্টকল্প রচনা বলে কোন সমাদার পায়নি। তিনি 'জমিদার দর্পন' নাটক লিখে তদানীন্তনকালে অন্যতম শ্রেষ্ট নাট্যকারের মর্যাদা লাভ করেন। কৃষক বিদ্রোহে উস্কানী দেওয়ার ভয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় নাটকখানির প্রকাশ ও অভিনয় বন্ধের সুপারিশ করেছিলেন। মীর মশাররফ হোসেন বিশুদ্ধ বাংলায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে আরবী-ফারসী মিশ্রিত পরিত্যাগ করেছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনের সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু' বাংলার মুসলমান সমাজে ধর্মগ্রন্থের মত শ্রদ্ধার সংগে আজও পঠিত হয়। কারবালার করুণ ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে রচিত এই উপন্যাসখানি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। মীর মশাররফ হোসেনের অপর গ্রন্থগুলি বাদ দিলেও মাত্র এই একখানি গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক আখ্যায়িত করা যায়। তাঁর সাহিত্যের প্রায় অর্ধেকই কাব্য হলেও তিনি কবি খ্যাতি লাভ করতে পারেন নি। তবু তিনিই প্রথম মুসলমানদের জন্য সার্থক সাহিত্য রচনা করেছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনের নাম শীর্ষদেশে অম্লান হয়ে আছে একথা যেমন সত্য তেমনি সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন একথাও অনস্বীকার্য। মীর মশাররফ হোসেন লিখিত গ্রন্থ যথাঃ ১. রত্নবতী (উপঃ ১৮৭৩) ২. বসন্ত কুমারী (নাটক ১৮৭৩) ৩. জমিদার দর্পণ (নাটক ১৮৬৯) ৪. গড়াই ব্রীজ বা গৌড়ী সেতু (কবিতা গ্রন্থ ১৮৭৩) ও অন্যান্য ।

শৈশবের জন্মদিন

মধ্য আশি পেরিয়েও সামান্য ভাত ডাল তরকারি বা একটু দুধ-রুটি পেলেই খুশি তিনি। জন্মদিনেও এই নিয়মের খুব একটা হেরফের হয় না 'দূরবীন'-এর স্রষ্টার। তবে এদিন নিয়ম করে প্রতি বছর ছোটবেলার কথা বড্ড মনে পড়ে তাঁর। মনে পড়ে প্রয়াত দিদির কথা। সঙ্গে মায়ের হাতে শীতের প্রথম গুড়ের পায়েস। বহু বছর আগে সেইসব জন্মদিন পেরিয়ে এলেও আজও তাঁর ভিতরে কোথাও যেন একলা চুপটি করে বসে সেই ছোট্ট ছেলেটি। জন্মদিন পালনের প্রসঙ্গে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'চারপাশে যা মনখারাপের পরিস্থিতি তাতে আর জন্মদিন নিয়ে দারুণ উৎসাহ বাকি নেই। তবে প্রতিবার এই দিনে ছোটবেলার কথা বড্ড মনে পড়ে। মা নিজের হাতে পায়েস রাঁধত। সেই গন্ধ, স্বাদ যেন আজও লেগে মুখে। সেদিন ভালো মন্দ রান্না হত বাড়িতে। খুব পেটুক ছিলাম, চেটেপুটে সব খেতাম। তখন অবশ্য মাছ -মাংস সব খেতাম। তারপর তো গত পঞ্চাশ বছরে আর সেসব খাইনি। ছেড়ে দিয়েছি। আর...আর জন্মদিনে একটা করে নতুন জামা পেতাম। কী খুশি যে হতাম। আমাদের তখন অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না তখন। বাবা রেখে চাকরি করলেও অসম্ভব সৎ ছিলেন। একটি টাকাও ঘুষ নিতেন না। তাই ওই একটি জামা পাওয়াই বিরাট ব্যাপার ছিল। মনে পড়ে আমার জন্মদিন নিয়ে দিদি খুব উৎসাহী থাকত। বাবার মনে যে পুত্রস্নেহ ছিলাম তা দিব্যি টের পেতাম কিন্তু তা নিয়ে কখনও সোচ্চার ছিলেন না তিনি। একটা গাম্ভীর্য ঘিরে থাকত ওঁকে। জন্মদিনের দিন ওঁকে প্রণাম করতাম, উনি দু'হাত মাথায় রেখে আশীর্বাদ করতেন। এটুকুই। সামান্য দু'একটি কথা বলতেন। মাথা নাড়িয়ে শুনতাম'। তিনি যখন ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়েন তখন দেশভাগ হয়,তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন দেশভাগের যন্ত্রণা । তিনি বলেছেন, যদিও উদ্বাস্তু সমস্যা আমায় পোহাতে হয়নি কারণ, বাবা রেলে চাকরি করতেন। দেশভাগের ফলে আমাদের বিরাট একটা ক্ষতি হয়েছিল। দেশ ছেড়ে আমাদের চলে আসতে হয়। বিশাল যৌথ পরিবার থেকে বেরিয়ে আলাদা আলাদা ছোট ছোট পরিবারে আমরা ভাগ হয়ে গেলাম। এখন তো অনেক আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হলে চিনতেই পারব না। তাঁরা কেউ দূরের আত্মীয় না। মাসতুতো বোন, মামাতো ভাই, জ্যাঠতুতো দাদা... দেশভাগের পর থেকে এত বিচ্ছিন্নতা এসে গেছে যা আমাকে পীড়া দেয়। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের জীবন্ত কিংবদন্তি বললে পাঠকমহলেরর তরফে যে কোনও আপত্তি আসবে না সে কথা হলফ করেই বলা যায়। বেশ দেরি করেই লেখক জীবন শুরু তাঁর।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বললেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। সত্যের মধ্যে শক্তি নিহিত। যার কাছে সত্য রয়েছে তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। তিনি সব সময়ে শক্তি ধারন করতে পারেন। মিথ্যাচারের কাছে কোনও শক্তি থাকে না।

সাধক রামপ্রসাদ



শ্যামা সঙ্গীতকে ভক্তি রসের ধারার প্রবর্তন করলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি মা কালীর দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মা কালীর পরম ভক্ত। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত তাঁর নাম করতেন। তাঁর রচিত গান শুনতেন। নরেনকে প্রায় বলতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ওরে নরেন শ্যামা সঙ্গীত গান ধর। আমার বড্ড ভালো লাগে শ্যামা সঙ্গীত। ভক্তিগীতি গান ধররে নরেন। নরেন অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ভালো শ্যামা সঙ্গীত এবং ভক্তিগীতি ভালো গাইতে পারতেন। তিনি তানপুরা বাজিয়ে গান করতেন দক্ষিণেশ্বরের নাট মন্দিরে। সন্ধ্যা হলেই নরেন তানপুরা নিয়ে গান ধরতেন। সেই গান শুনতেন ঠাকুর রাম কৃষ্ণদেব।কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির উত্তরণকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে মা শ্যামার আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন রামপ্রসাদ। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে রামপ্রসাদ ভক্তিরস আনলেন।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তিতে দেশে বিদেশে প্রতিক্রিয়া

রথীন্দ্রনাথ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ও দেশে-বিদেশে প্রতিক্রিয়া। ১৯১২ সালে নভেম্বর মাসে লন্ডনে ইন্ডিয়া সোসাইটির আনুকুল্যে ৭শ' ৫০ খানা গীতাঞ্জলি মুদ্রিত হয়। প্রধানত সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে বিতরণের জন্যই তা প্রকাশ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায়। ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে ম্যাক মিলান কোম্পানি বইটির প্রচার ভার গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ্য গীতাঞ্জলি বাংলা কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই কাব্যে ১শ' ৫৭ টি গান ও কবিতা আছে। যদিও ইংরেজী song Offerings গ্রন্থ ও বাংলা গীতাঞ্জলি এক না, বইটিতে গীতালী, গীতিমাল্য, খেয়া, উৎসর্গ ইত্যাদি কাব্য থেকে কবিতা নেয়া হয়েছে। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি ডব্লু বি ইয়েটস বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন। এজরা পাউন্ড poetry পত্রিকায় লিখেছিলেন অভিসন্দর্ভ।

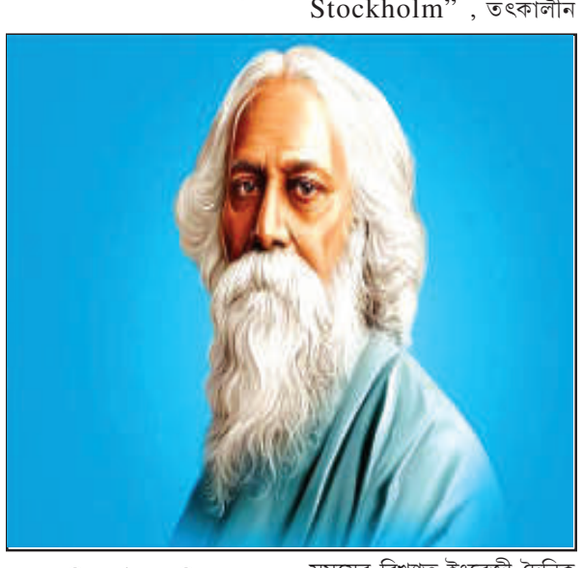
গীতাঞ্জলি কাব্য এক দীর্ঘ আবাহন 'তুমি'র আবাহন, 'আমি'র মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার জন্য 'তুমি'র প্রতি আকুল আবেদন। কিন্তু এই 'তুমি' কোন প্রেমিক বা প্রেমিকা নয়, কোন ব্যক্তি বা ঈশ্বর নয়, 'আমি'র মধ্যে অবস্থিত দ্বিতীয়, আর এক 'আমি'। এই 'আমি' মানুষের চৈতন্য সত্তা, অস্তিত্ববাদী দর্শনে যাকে মুক্ততা বা মুক্তিস্বরূপ বলা হয়ে থাকে। এই 'তুমি' 'আমি'র মধ্যেই নিমজ্জিত এক সত্তা, যেন 'আমি'র মধ্যে লীন অনাবিস্কৃত, নিগুঢ় এক 'আমি'।

এক অস্পষ্ট 'আমি'র দেড় শতাধিক কবিতাগুচ্ছ রচনা করেছেন রবীন্দ্র নাথ, যার নাম দিয়েছেন গীতাঞ্জলি। গীতাঞ্জলির শুরুর কাবতায় কবি চেয়েছেন তাঁর স্বাভিমান বা অহঙ্কারকে চূর্ণ করতে, যে অহঙ্কার অবিদ্যা বা অবোধির মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখে। এই মিথ্যা অহং বোধের আবরণে চাপা পড়ে থাকে তাঁর প্রকৃত সত্তা, তাঁর মুক্ত চৈতন্য। কবির আপন প্রকৃত সত্তা বা সত্য 'আমি' হচ্ছে'তুমি'। কবি তাঁর মিথ্যা 'আমি' কে নত করতে চান, এবং সত্য 'আমি' বা 'তুমি'র প্রতিষ্ঠা; আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও তোমার চরণ তলে।'

এক কথায় বলা যায়, গীতাঞ্জলি এক অভিনব রাবীন্দ্রিক অস্তিত্ববাদী দর্শনের দলিল এবং একই সঙ্গে রবীন্দ্র কবি প্রতিভারও এক অসাধারণ নিদর্শন।

রয়টার (বার্তা সংস্থা) পরিবেশন করে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবরটি। এই খবরে বিস্ময় বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ভাল, মন্দ, ভালো-মন্দের মিশ্রণে নানারূপ মতামত। ক্ষুদ্র একখানি কবিতার বই সেটাও আবার অনুবাদ, কী করে জগতের সর্বশ্রেষ্ট সাহিত্য পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত বলে গণ্য হলো তারই গবেষণা শুরু হলো সারাবিশ্বে। সমসাময়িক এমন কোন সংবাদপত্র ছিল না যে, তাতে বাঙালি কবির নোবেল জয় এবং কৃতিত্বের সংবাদটি এবং এর সঙ্গে কিছু না কিছু মন্তব্য প্রকাশ হয়েছিল।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পান ১৫ নভেম্বর। কবি ছিলেন বোলপুর শান্তি নিকেতনে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতা থেকে টেলিগ্রাম মারফত খবরটি প্রেরণ করেন কবি জামাতা নগেন্দ্রনাথ, রান্নাঘরে সকলে যখন খাবার গ্রহণ করছিল তখনই তা উপস্থিত সকলকে জানান। এই খবরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। কবি তখন রথীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্র



নাথকে নিয়ে চৌপাহাড়ি শালবনে বেড়াতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর হতে সমালোচনা চললো কবিকে নিয়ে, কবিতা নিয়ে নয়। কারণ বহু দেশের লেখকগণ এই পুরস্কারের আশায় ছিলেন। ব্যর্থ হয়ে তারা সকলেই কবিকে, কবির কবিতাকে এবং সুইডিশ একাডেমীকে আক্রমণ শুরু করে। একদলের আপত্তির কারণ রবীন্দ্রনাথ ককেশীয় শ্বেতাঙ্গ নন, তিনি অনুন্নত প্রাচ্যদেশীয়, তাঁর নামও উচ্চারণ করা কঠিন। পরাধীন ভারতের একজন কবিকে এই পুরস্কার! ইংরেজদের অভিযোগ, টমাস হার্ডি থাকতে বৃটিশের পদানত ভারতের এক কবিকে বিশ্বের সেরা পুরস্কার দেওয়া হলো কেন? ফ্রান্সের অভিযোগ, আনাতোল ফ্রাঁসের মত সেরা বা তার মত বিশ্ববরেণ্য ঔপন্যাসিককে সম্মানিত না করে একজন এশিয়ানকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করা হলো কেন! জার্মানরা রোসেগ্গার নামের একজন সাহিত্যিকের জন্য বহুকাল হতে প্রচার কাজ করছিল। তাদের মুখপাত্র জার্মানী একটি কাগজে ঘোষণা করল "The protest of all European nation will be raised against Rabin dranath Tagore" শুধুমাত্র উষ্মা প্রকাশ করেই ক্ষুব্ধ জাতীসমূহ ক্ষান্ত হলো না; তারা এর মধ্যে গুঢ়-অন্তর্নিহিত বিষয়টি অনুসন্ধান করতে লাগলো। ভিয়েনার একটি জার্মান ভাষার কাগজ SNew Freie PressV !œ…öìœy "This will remain the secret of the Judges in Stockholm" , তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক Daily News and leader (২৪ নভেম্বর ১৯১৩) মন্তব্য করলো, সুইডস একাডেমীর সদস্যগণ প্রচীনপন্থী তাদের পে আনাতোল ফ্রাঁসের ও হার্ডির বরদাস্ত করা কঠিন। আর একজন সম্পাদক ক্রুদ্ধ হয়ে লিখেছিলেন যে, ওইরূপ কবিতা যে-কেহ লিখতে পারতো! তবে ইউরোপের কয়েকজন সহিত্যিক Song Offerings -কে বাইবেল হিসেবে গণ্য করে মন্তব্য করেন।

ইংরেজী পত্রিকাগুলোতে তখন মন্তব্য লেখা হয় সুইডিশদের মধ্যে কেউ রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার কথা পূর্ব থেকেই জানতেন। ১৯১১ সালে জার্মান যুবরাজ (শেষ কাইজার উইলহেলমের জৈষ্ঠ পুত্র বা ক্রাউন প্রিন্স) ভারত ভ্রমণে আসেন; তিনি এ দেশ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। এরপর আসেন সুইডেনের রাজকুমার উইলিয়াম। তিনি অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশালা দেখতে এসে রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচিত হন। তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনী 'যেখানে সূর্য আলো দেয়' গ্রন্থে লেখেন, "In all my life– I never spent moments so poignant as at the house of the Hindu poet Rabindranath Tagore."

নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর ভারতবর্ষের লোকজন বিস্মিত হয়েছিল। অনেক লেখক নিজ নিজ রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করে ইংল্যান্ডে পাঠান; অনেক লেখকই ভেবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ওই সরল গীতাঞ্জলি যদি পুরস্কারের উপযুক্ত হয়ে থাকে, তাদের রচনাই বা কেন হবে না।

নোবেল পুরস্কার ঘোষণা মাত্রই ইউরোপের রাজনীতি-নিয়ন্ত্রক ধনিকশ্রেণী পরিচালিত পত্রিকা সমূহের সুর বদলে যায়। ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে গীতাঞ্জলি প্রকাশের সময় থেকে ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শন সম্মন্ধে যে সব সমালোচনা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে আর যাই থাক না কেন তাতে রাজনীতির কূটপ্রশ্ন ছিল না। ওই সময় গীতাঞ্জলির উপর আলোচনা-সমালোচনা করেন ইংল্যান্ডের সে সময়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ, এদের মধ্যে ছিলেন, লোয়েস ডিকিন্সনস, ষ্টপফোর্ড ব্রুক, আরনেস্ট রীহস, এডমন্ড গস, ল্যাসলে অ্যাবরকম্বি, স্টার্জ মূর, ভার্জিনিয়া উল্ফ, এজরা পাউন্ড প্রমুখ। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর বৃটিশরা কবির সাহিত্যকর্মের চেয়ে কবির দেশ এবং কবিকে নিয়ে সমালোচনা শুরু করে। এর সবই ছিল উদ্দেশ্যমূলক, শ্বেতবর্ণের ইউরোপিয়রা প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে কুণ্ঠিত ছিল। কারণ এতে তাদের আধিপত্য খর্ব হয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বে যখন গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী সংস্করণ Song offerings প্রকাশিত হয়, তখন কিছু ইংরেজ সমালোচক ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীন গন্ডি (বা প্রাচীনধর্ম নিয়ে আলোচনা) অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের সূত্রপাত করেছেন, এমন মন্তব্য করে।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর, কবির ও তার কাব্যের যারা সমালোচনা করেন তারা তৎকালীন ওই সময়ে রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদি ইংরেজ অর্টিষ্ট, সাহিত্যাঙ্গনের বা ভাবুক সমাজের সেরা কেউ ছিলেন না।

নোবেল পুরস্কারের সংবাদ পেয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি তাঁর বন্ধু রোটেনস্টাইনকে (শিল্পী রোটেষ্টাইনের লন্ডনের বাড়িতে Song Offerings শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন ইংরেজ কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা) চিঠি লেখেন। (১৮ নভেম্বর ১৯১৩)- যে মুহূর্তে নোবেল পুরস্কার দানের সংবাদ পাইলাম, তদ্দন্তেই আমার অন্তর আপনার প্রতি ভালোবাসায় ও কৃতজ্ঞতায় স্বতই ধাবিত হইয়া ছিল। আমি জানি আমার বন্ধুদের মধ্যে এই সংবাদে আপনার মত তৃপ্ত আর কেহ হইবেন না। যাহারা আমার অতিপ্রিয় তাহারা সুখী হইবে ইহাতেই পরম আনন্দ। কিন্তু এই সম্মান আমার পক্ষে বিষম পরীক্ষার বিষয় হইয়াছে। পাবলিক উত্তে জনায় রীতিমত যে ঘূর্ণিবায়ু উঠিয়াছে, তাহা বিভিষিকাময়। একটি কুকুরের লেজে টিন বাঁধিয়া দিলে, বেচারা নড়লেই যেমন শব্দ হয় এবং চরিদিকে লোকজন ভিড় জমে, আমার দশা তদ্রুপ। গত কয়েক দিন টেলিগ্রাম ও পত্রের চাপে আমার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে; যে সব লোকের আমার প্রতি কিছু মাত্র শ্রদ্ধা নাই বা যাহারা আমার রচনার একটি ছত্রও পড়ে নাই তাহারাই তাহাদের আনন্দজ্ঞাপনে সর্বাপো অধিক মুখর। এই সব উচ্ছ্বাস আমাকে যে কী পরিমাণ কান্ত করিয়াছে আমি বলতে পারি না, এই বাস্তবতার আধিক্য ভয়া বহ। সত্য কথা কী, ইহারা আমি যে সম্মান লাভ করিয়াছি, সেই সম্মান কে সম্মান দেখাইতেছে। আমাকে নহে।

ইংরেজীতে গীতাঞ্জলি প্রকাশের এক বছর পর নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হয়। ইংল্যান্ডের রয়াল একাডেমির সদস্য T. Sturge Moore রবীন্দ্রনাথের নাম সুইডিস একা ডেমীর নিকট নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে সুপারিশ করেন। ফরাসী সাহিত্যিকরা ওই বছর নাম পাঠান Emile Faguet (১৮৪৭-১৯১৬) এর নাম।

সুইডিস একাডেমীর সদস্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে 'নোবেল' পুরস্কার দেবার জন্য মতপার্থক্য দেখা দেয়। সুইডিস লেখক Peir Hallastam এর উৎসাহ ছিল সর্বাধিক। এই সভায় Heidenstam (১৮৫৯-১৯৪০)-এর লিখিত বিবৃতি পাঠ করা হয়, এবং এর পরই গীতাঞ্জলি'র জন্য রবীন্দ্রনাথকেই নোবেল পুরস্কার প্রদানের জন্য ঘোষণা দেয়া হয়। উল্লেখ্য Heidenstam ইংরেজি গীতাঞ্জলি সুইডিস ভাষায় রূপান্তর করেছিলেন। সুইডিস একাডেমির সদস্য Esais Tegner বাংলা পড়তে পারতেন। ওই বছর সুইডিস একাডেমীতে শুধুমাত্র গীতাঞ্জলিকেই চূড়ান্ত বিচারে উপস্থাপিত হয়েছিল।

নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। নোবেলে'র পুরা নাম আলফ্রেড বার্নহার্ড নোবেল। সুইডেনের রাজধানী স্টকহল্মে ১৮৩৩ সালে তাঁর জন্ম। ১৮৬৫-৬৬ সালে তিনি ডিনামাইট আবিস্কার করেন। আমেরিকার পেটেন্ট নিয়ে ইউরোপ ও আমে রিকায় বেশ কয়েকটি ডিনামাইট কারখানা খোলেন এবং অঢেল ধন সম্পদের অধিকারী হন। ১৮৯৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রায় বিশ লাখ পাউ-মূল্যের সম্পত্তি পাঁচটি পুরস্কার প্রদানের জন্য দান করে যান। (বর্তমান মূল্য প্রায় ৭'শ কোটি টাকা)। এই টাকার সুদ থেকে পদার্থ, রসায়ন,অর্থনীতি, চিকিৎসা, সাহিত্য ও বিশ্বশান্তির জন্য শ্রেষ্ঠ সাধাকদের 'নোবেল পুরস্কার' প্রদান করা হচ্ছে। পুরস্কারের মূল্য মান ৮ হাজার পাউন্ড। রবীন্দ্রনাথ তখন পান একলাখ ২০ হাজার টাকা।

সুইডিস একাডেমি নভেম্বের মাসের প্রথম ভাগে প্রতি বছর এই পুরস্কার ঘোষণা করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ১২ বছরে সাহিত্যে ৪ জন জার্মান, তিন জন ফরাসি, একজন সুইডিস, একজন নরওয়েজিয়ান, একজন পোলিস এবং একজন ইংরেজ নোবেল পুরস্কার পান।

কলিকাতা থেকে প্রকাশিত Empire (সান্ধ্য দৈনিক) পত্রিকায় রয়টার-এর বরাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবর প্রকাশিত হয়(১৩ নভেম্বর ১৯১৩)। প্রত্রিকাটিতে লেখা হয়, "It is the first recognition of the indigenous literature of the Empire as a world force. It is the first time that am Asiatic has attained distinction at the hands of the Swedish Academies and this is the first occasion upon which the £ 8000 Prize has been awarded to a poet who writes in a language so entirely foreign to the awarding Country is to Sweden."

খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্র ভক্তরা কবিকে বিশেষভাবে সম্মানিত করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যদিও কলিকাতার রবীন্দ্র ভক্তরা টাউন হল প্রাঙ্গণে কবিকে সংবর্ধনা দেয়ার মনস্থির করেছিলেন। নভেম্বর মাসে কবি বিলেত থেকে ফিরলেই অনুষ্ঠান করা হবে এমন আয়োজন চলছিল। এই সংবর্ধনার আনন্দ আরও বহুগুণে বেড়ে গেল যখন 'নোবেল' পুরস্কার প্রপ্তির খবরটি

সত্যজিৎ রায়ের আবিস্কার অভিনেত্রী করুণা ব্যানার্জি

রবীন্দ্রকুমার শীল

চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে এসেই তিনি 'পথের পাঁচালি' ছবি নির্মাণ করলেন। 'পথের পাঁচালি' ছবিটি পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গিয়েছে। ১৯৫৫ সালে এই ছবিটি নির্মাণ করেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ বাবু তাঁর জীবনের প্রথম ছবিটির ডিভিডি কভারেও শিশু অপুর ছবি অঙ্কিত করে প্রচার করতে শুরু করেন। পরে সত্যজিৎ রায় 'অপুর সংসার' (১৯৫৯) সালে নির্মাণ করেন। সেখানেও শিশু অপুকে দেখানো হয়েছিল। তবে নিশ্চিন্তপুরের 'পথের পাঁচালি'র শিশু অপু 'অপুর সংসার' ছবিতে অপু অনেকখানি বড় হয়ে গিয়েছে। শৈশব কাটিয়ে কৈশোরে গিয়ে পড়েছে সে। পট পরিবর্তন হয়েছে চলচ্চিত্রের। আসলে 'পথের পাঁচালী' করতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় তাঁর পিতার শিশুদের প্রতি যে তীব্র আকর্ষন ছিল সেটা কিন্তু ভুলে যাননি। ফলে এই রকম ধরনের গ্রাম্য সরলতার মধ্যে দিয়ে দুরন্ত চাপা অপুর চরিত্র অঙ্কন করাটা কতখানি কঠিন কাজ সেটা কিন্তু তিনি সফলভাবে ছবিতে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। আসলে সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সৃষ্টিকারক বেঁচে থাকেন। 'পথের পাঁচালি'র পরিচালক সত্যজিৎ রায় চিরকালই অপরাজেয় হয়ে থাকবেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি ছিলেন মানব দরদী। মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং আকর্ষনকে অবলম্বন করেই একের পর এক ছবি নির্মাণ করে গিয়েছেন। তিনি কোনও সময়ে ভুলে যাননি যে তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী শিশু সাহিত্যিক ছিলেন। তার পিতা সুকুমার রায় ছিলেন একেবারে শিশুদের অকৃত্রিম সাহিত্য বন্ধু। সজল সরলভাবে অনাবিল হাসির ফোয়ারা বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সুকুমার রায়। তাকে আরও ছবিতে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে ক্যামেরার লেন্সে ধরে দিলেন সত্যজিৎ রায়। এটা একেবারে ভুলে গেলে চলবে না। শিশু চরিত্র তাঁর ছবিতে বহু সময়ে খুব অল্প দৃশ্য এর জন্য থেকেছে। কিন্তু শিশু চরিত্রে সেখানে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। সত্যজিৎ রায়, বলেছিলেন অভিনয়ে মরচে পড়তে দিও না। কিন্তু তিনি সে কথা শুনলেন কোথায়! তাঁর জীবনে অভিনয় নেশাও বা পেশাও কোনওটাই ছিল না। তিনি এমন এক বিশেষ অভিনেত্রী, যিনি শুধু অভিনয় দিয়ে তাঁর অভিনীত চরিত্রদের অমর করে রেখে



গিয়েছেন।

১৯৪৩ সালে চব্বিশ বছর বয়সে করুণা সহপাঠী ও বন্ধু সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। করুণার কথায়, এই বিয়ে নিয়ে তাঁদের বাড়ি থেকে যে আপত্তি উঠেছিল, তা প্রধানত রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে। করুণার পরিবার ছিল গোঁড়া কংগ্রেসপন্থী আর সুব্রতরা ছিলেন মার্ক্সবাদী। অভিনেত্রী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চকে হৃদয় দিয়ে ভাল বেসেছিলেন। বিয়ের পরে গননাট্য সংঘে যোগ দিয়ে নাটক করা, অন্য সংস্থা অথবা শৌখিন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কখনও আপত্তি ওঠেনি স্বামীর পরিবারের থেকে। পরে জেনেছিলেন ওই পরিবারের সাথে নাটকের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল বিশেষত শিশির কুমার ভাদুড়ীর যুগে। করুণা যে ধরনের অভিনয় রীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে ছিলেন, সময়ের বিচারে তা ছিল একেবারেই নতুন। তাই হয়তো বাংলা সিনেমা তাঁকে চিনতে পারেনি, ডাকেওনি। অভিনয় ছিল তাঁর কাছে সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকাশের সচেতন মাধ্যম, কেরিয়ার নয়।

পড়ে গিয়ে চুনীবালা দেবীর পায়ের হাড় ভেঙে যায় তাঁকে দেখতে গিয়েছেন করুণারা। চুনীবালা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, মেয়েদের ডাকছেন, ওরে কোথায় গেলি সব,ইদিকে আয়। করুণা এয়েছে,জামাই এয়েছেন..' ওই চুনীবালা দেবী 'পথের পাঁচালী'র শুটিং থাকলে নিজের খাবার খেতেন না। বলতেন, করুণা এসে খেতে দেবে তবে খাব।

সত্যজিৎ রায়ের চার-চারটি ছবিতে অভিনয় করে সবার মন জয় করেছেন করুণা । বিভূতিভূষণ বন

মন্ত্রী সুমনা সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল দলেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৫ নভেম্বরঃ স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী নিজে সচেতন করেছেন, কোনওভাবেই তোলাবাজি বরদাস্ত করা হবে না। সে যদি তাঁর নিজের পরিবারেরও সদস্য হন, আর তাঁর নাম করে টাকা চান, তাও যাতে কেউ কোনও টাকা না দেন। এলাকার বাসিন্দাদের সচেতন করেছেন সুমনা সরকার। কিন্তু এবার তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধেই বিস্ফোরক অভিযোগ। তাও অভিযোগ উঠল দলেরই অন্দর থেকে। হুগলি সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ সাধুখাঁ বললেন, ''ওনার ভাইকে দিয়ে করাচ্ছে আর তিন দিন অন্তর ফেসবুক লাইভ করে বলছে কেউ কোথায় তোলাবাজি করবেন না।'' সুমনার পরিবারের একটি ছবি তিনি সাংবাদিকদের সামনে দেখান। সেই ছবি সুমনার বাঁ দিকে যাঁকে দেখা যায়, তিনি তাঁর ভাই। তাঁর উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ''এ হচ্ছে বামন সরকার। তৃণমূলের হার্মাদ। ওকে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের দিন নিয়ে গিয়েছে। যত রকম নোংরামি ওঁর ভাইকে দিয়ে করাচ্ছে। তিনটে ফ্যাক্টরিতে ঢোকাচ্ছে, টাকা পয়সাতোলাচ্ছে। উনি ওনার ভাইকে দিয়ে



করাচ্ছে আর তিন দিন অন্তর ফেসবুক লাইভ করে বলছে কেউ কোথায় তোলাবাজি করবেন না। এদিকে নিজের ঘরেই তোলাবাজি করাচ্ছে। নিজের ভাই তোলাবাজি করছে।'' বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এমনি, সুকান্ত-দিলীপও স্বীকার করেছেন, তোলাবাজির অভিযোগ এখনও কিছু কিছু জায়গা থেকে আসছে। তা সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়নি। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, দুর্নীতির ইস্যুতে সরব হয়েই বদলের বাংলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা এসেছে বিজেপি। সেখানে দাঁড়িয়ে এই ধরনের অভিযোগে অস্বস্তিতে দল। বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, ''বিজেপির কোনও কর্মী বা নেতা, সেটা সরকার গঠনের আগে হোক কিংবা পরে, তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে না। পার্টি কোনওরকমের তোলাবাজিকে বরদাস্ত করে না। তোলাবাজি করে এরকম কাউকে দল রাখবে না। আমি অস্বীকার করছি না, কিছু ক্ষেত্রে বিচ্যুতি দেখা গিয়েছে। আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। মন্ত্রী বলাগড়ে যে কথা বলেছেন, তার সঙ্গে দল একমত।'' উল্লেখ্য, সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠান থেকে কড়া বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দুর্নীতি, তোলাবাজিতে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যা করার তাই করা হবে। তাঁর নাম করে কেউ টাকা চাইলে, সরাসরি অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এই বিষয়ে বলেন, ''দুর্নীতির সঙ্গে জিরো টলারেন্স। কোনও দুর্নীতি করা যাবে না। যে যত বড় মাপের বলাগড় বিধানসভা কেন্দ্রের নেতা হোন না কেন, কোনও দুর্নীতি আমি করতে দেব না। দুর্নীতি বন্ধ করতে গেলে যতদূর আমাকে নামতে হয়, আমি ততদূর নেমে লড়াই করব।''

‘৫০০ টাকা পারব না, ৩০০ টাকা নিন’, ছটের চাঁদার জন্য এই কাণ্ড! তছনছ করে দেওয়া হল দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৫ নভেম্বরঃ ছটপুজোর ঘাটে চাঁদা সংগ্রহকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা। দুর্গাপুরের লিঙ্ক পার্ক এলাকার ঘটনা। দোকানে ঢুকে রীতিমতো ভাঙচুর চালানো হচ্ছে, সামনে এল এমনই ছবি। যা চাওয়া হয়েছিল, তার থেকে ২০০ টাকা কম চাঁদা দিতে চেয়েছিলেন ওই ব্যবসায়ী। এরপরই তাঁর উপর হামলা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ীর কাছে ৫০০ টাকা চাঁদা দাবি করা হলেও, ওই ব্যক্তি ৩০০ টাকা দিতে রাজি হন। তাতেই শুরু হয় বচসা। অভিযোগ, সেই বচসা থেকেই শুরু হয় মারধর। পরে একটি দোকানে ঢুকে ভাঙচুর চালায় ক্ষুব্ধ জনতা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছটপুজো ঘাটে কুপন বিলি করে চাঁদা সংগ্রহ করছিলেন কমিটির সদস্য দীনেশ বারনওয়াল, মুকেশ সিং, সুরজ বারন ওয়াল সহ অন্যান্যরা। অভিযোগ, প্রতিটি ডালার জন্য ৫০০ টাকা করে দাবি করা হচ্ছিল। সেই সময় মনীশ মোদী নামে এক ব্যক্তি ৫০০ টাকা না দিয়ে ৩০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এই নিয়েই কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর বচসা শুরু হয়। ক্রমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে হাতাহাতিতে গড়ায়। অভিযোগ উঠেছে, কমিটির সদস্যরা মনীশ মোদি ও তাঁর তিন ভাইকে মারধর করেন। এমনকী পরিবারের মহিলারাও এই ঘটনায় সামিল হয় বলে অভিযোগ। পাল্টা ক্ষুব্ধ জনতা একটি দোকানে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। এই ঘটনায় কমিটির সদস্য সুরজ বারনয়াল মাথায় আঘাত পান। তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ওয়ারিয়া ফাঁড়ির পুলিশ আশিস কুমার মোদীকে গ্রেফতার করে। আজ দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

ভরদুপুরে আচমকা ধসে মাটির নীচে আস্ত বাড়ি, প্রবল চাঞ্চল্য অন্ডালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৫ নভেম্বরঃ অন্ডালের সিঁদুলি কোলিয়ারি এলাকায় চাতরাবাঁধে ধসে মাটির নীচে তলিয়ে গেল আস্ত একটি বাড়ি। কোনওক্রমে বেরিয়ে আসায় প্রাণে বাঁচেন বাড়ির মালিক রামা ভুঁইয়া। আশপাশের কয়েকটি বাড়ির দেওয়ালেও ফাটল ধরেছে। আতঙ্কে বাইরে চলে এসেছেন বাসিন্দারা। ঘর থেকে জিনিসপত্র বাইরে বের করে নিয়ে আসছেন তাঁরা। শনিবার বিকেলে সিঁদুলি এলাকার চাতরাবাঁধের বাসিন্দা, বৃদ্ধ রামা ভুঁইয়া বাড়িতে ছিলেন। সঙ্গে ছিল নাতি। বাড়ির বাকিরা ছটপুজোর



বাজার করতে গিয়েছিলেন অন্ডাল বাজারে। আচমকা বিকট আওয়াজ শুনতে পান বৃদ্ধ। ছাদ থেকে কিছু একটা খসে নীচে পড়ে। বিপদের আঁচ পেয়ে নাতিকে নিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ান। মুহূর্তের মধ্যে বাড়ি মাটির নীচে তলিয়ে যায়। ঘরে থাকা খাট, আলমারি, টিভি-সহ অন্য আসবাব ছিল। ছিল টাকা থেকে জরুরি নথিও। তাও মাটির নীচে তলিয়ে যায়। আতঙ্কে নীল হয়ে যাওয়া রামা বলছেন, ''ঠিক সময়ে ঘর থেকে না-বেরোতে পারলে আমিও মাটির নীচে তলিয়ে যেতাম!'' পরিবারের সদস্যরা বাজার থেকে ফেরার পরে দেখেন, বাড়ি আর নেই! রামার স্ত্রী সোনি ভুঁইয়া বলেন, ''ছটপুজোর বাজার করতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি, বাড়ির সামনে ভিড়। বিশাল একটা গর্ত হয়ে আছে। মাটির নী চলে গিয়েছে গোটা বাড়ি। এ বার কোথায় যাব, কী খাব, বুঝতে পারছি না।'' কয়েক দিন আগে সিঁদুলি কোলিয়ারি এলাকায় একাধিক জায়গায় মাটিতে ফাটল ধরেছিল। ফাটল থেকে বেরিয়ে আসছিল ভূগর্ভস্থ গ্যাস। তখনই মিলেছিল বিপদের ইঙ্গিত। স্থানীয় বাসিন্দা প্রতিভা রায় বললেন, ''এই প্রথম নয়। এর আগেও একাধিকবার ধসের ঘটনা ঘটেছে সিঁদুলি এলাকায়। বাড়ি তলিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি।'' প্রতিভার অভিযোগ, ''ইসিএল কর্তৃপক্ষকে পুনর্বাসনের জন্য একাধিকবার বলা হয়েছে, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা হয়নি। আজ আবারও তেমন হলো। কিন্তু ইসিএলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও সদর্থক পদক্ষেপ করতে দেখলাম না।''

চিন্তার ভাঁজ আলুচাষিদের কপালে, মুখে হাসি আখচাষিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালনা, ১৫ নভেম্বরঃ লাভজনক দাম না-মেলায় মুখের হাসি উধাও হয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে আলুচাষিদের কপালে। কিন্তু জ্বালানিতে ব্যবহারের ইথানল আর



চিনি তৈরির জন্য চাহিদার কারণে চওড়া হাসি আখচাষিদের মুখে। পুজোর মরশুমে আখের চাহিদার পাশাপাশি সামনেই ছটপুজো উপলক্ষে আখের চাহিদা বাড়ায় ভাল দর মিলছে আখের, খুশি চাষিরা। কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী-১ ও পূর্বস্থলী-২ ব্লকে আখের চাষ হয়। নাদনঘাট থানা এলাকার গোয়ালপাড়ায় রয়েছে রাজ্যের অন্যতম বড় আখের বাজার। সেখান থেকে আখ কলকাতা, বর্ধমান, মালদা, মুর্শিদাবাদ ছাড়াও বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ডের মতো ভিন রাজ্যেও যায়। এ ছাড়া লাগোয়া নদিয়া জেলায় প্রচুর আখের চাষ হয়। নদিয়ার পলাশিতে চিনি কারখানাকে কেন্দ্র করেই এই সমস্ত এলাকায় একসময়ে আখের চাষ বাড়ে। বর্তমানে সেই কারখানা বন্ধ থাকলেও বিশ্বকর্মা পুজো থেকে ছটপুজো পর্যন্ত আখের ভাল বাজার মেলে। আখচাষি শম্ভুনাথ দে বৃহস্পতিবার বললেন, ''এ বার ভালই লাভের মুখ দেখছি আখ চাষ করে। গরমে ভাল চাহিদা ছিল। পুজোর মরশুমেও ভাল চাহিদা রয়েছে। বৃহস্পতিবার পিস প্রতি ১৬ টাকা পর্যন্ত দর মিলেছে। আজ ৪০০ বান্ডিল আখ গেল কলকাতায়।'' আর এক আখচাষি বাপ্পা মণ্ডল বললেন, ''আখ চাষ এক বছর ধরে হয়। ভাল লাভ হওয়ায় অনেকেই এই চাষে ঝুঁকছেন। আখ চাষের শুরুতে ওই জমিতে আখ গাছের ফাঁকে ফাঁকে টোম্যাটো, মূলোর চাষ করেও বাড়তি লাভ হচ্ছে অনেকের।'' তাঁর সংযোজন, ''জ্বালানিতে যে ইথানল ব্যবহার করা হচ্ছে, তাও আখ থেকেই হয়। চিনি তৈরিতেও আখের চাহিদা বা।ছে।'' আখচাষিরা জানাচ্ছেন, পলাশির চিনি কারখানা বন্ধ। এই এলাকায় চিনি কারখানা হলে আখ চাষে আরও অনেকে ঝুঁকবেন। আলুচাষিরা বিকল্প পথ পাবেন।

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to the public at large that my client has agreed to purchase from M/s. COMPETENT CONSTRUCTIONS, a partnership firm having its registered office at 1/A, Sandals Street, Room No. 5, 3rd Floor, Kolkata – 700 016 (“said Firm”) through its Partners (1) Mr. Rajeev Lohia, (2) Mrs. Rashida Shabbir Hararwala and (3) Mrs. Nafisa Shabbir Hararwala, the land, more particularly described in the Schedule hereunder written, together with the building standing thereon known as Bandra Beach View CHSL (“Building), free from all encumbrances. The land and the building are hereinafter collectively referred to as "the said Property". The said Property was originally owned by Late Mrs. Shirinbai d/o Akberali Abdoolally Dehgamwala, widow of Nannobhai Mohemmedally Zaveri, who died on 13th October 2005, leaving behind (1) Mrs. Rashida Shabbir Hararwala and (2) Mrs. Nafisa Shabbir Hararwala, as her only legal heirs and the said Property is represented to be an asset of the said firm. The said Late Mrs. Shirinbai d/o Akberali Abdoolally Dehgamwala, widow of Nannobhai Mohemmedally Zaveri during her lifetime had brought the said property into the said Firm and after her death her above named two daughters became entitled to her share in the said Firm and were inducted as partners in the said Firm. Any person having or claiming any right, title, interest, share, claim or demand in, to, upon or in respect of the said Property or any part thereof, by way of sale, agreement for sale, conveyance, exchange, mortgage, charge, gift, trust, inheritance, succession, bequest, possession, lease, sub-lease, tenancy, licence, lien, maintenance, easement, lis pendens, attachment, development rights, partnership or otherwise howsoever, is hereby required to make the same known in writing to the undersigned, together with certified copies of the documents in support thereof, at the address mentioned below, within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice, failing which the transaction will be completed without reference to any such claim, and the claim, if any, shall be deemed to have been waived and/or abandoned.

THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land admeasuring 2510.94 square yards, equivalent to 2099.47 square metres or thereabouts, situated at Kantwadi, Chimbai Road, Bandra (West), Mumbai – 400 050, bearing C.T.S. Nos. C-284, C-285, C-286 and C-287, Survey No. 209, Plot No. 3, Non-Agricultural Survey No. 18 of Village Bandra, Taluka Andheri, in the Registration District and Sub-District of Mumbai Suburban, together with the building known as “Bandra Beach View CHSL” comprising flats and shops standing thereon, and bounded as follows: on or towards the North by the property of Dr. Bahadurjee; on or towards the South by the property formerly of Demias Lawrence D'Abrio and now of Maignel D. Abreao; on or towards the East by the public Kantwadi Old and New Road; and on or towards the West by a public road and beyond that the sea shore of the Arabian Sea.

Sd/-
Manoj K. Bhatia, Advocate
Bhatia Law Associates
404-B, 4th Floor, 81 Crest, Linking Road, Santacruz West, Mumbai - 400054
Place: Mumbai Date: 16.11.2026

BHATIA LAW ASSOCIATES

RDB REAL ESTATE CONSTRUCTIONS LIMITED

CIN:L70200WB2018PLC227169

Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No. 11,Kolkata – 700 001; **(T):**+91 90384 70761; **(F):** 033-22420588; **Website:** www.rdbrealty.com; **Email id:**secretarial@rdbrealty.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য একক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			অর্ধ-বার্ষিক সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	৪৩৮.৮৯	৯৯৯.৭১	৬০৪.৮৯	১৪৩৮.৬০	১০৭৬.৬০	৩১৫২.৩২
২.	কর ও অসাধারণ আইটেম-পূর্ব নিট মুনাফা	৩৪৭.৭১	৩৪৮.৭১	২০৫.৭৪	৬৯৬.৪২	২৩৭.১১	৬৩৭.২৩
৩.	কর-পূর্ব এবং অসাধারণ আইটেম-পরবর্তী নিট মুনাফা	৩৪৭.৭১	৩৪৮.৭১	২০৫.৭৪	৬৯৬.৪২	২৩৭.১১	৬৩৭.২৩
৪.	কর-পরবর্তী এবং অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পরবর্তী নিট মুনাফা	২৮৪.৯৬	২৭৬.৫০	১৫২.২১	৫৬১.৪৬	১৭৫.৬৫	৪৮৪.৯৮
৫.	এই মেয়াদের মোট সামগ্রিক আয় (যার অন্তর্ভুক্ত হলো কর-পরবর্তী মেয়াদী মুনাফা এবং কর-পরবর্তী অন্যান্য সামগ্রিক আয়)	২৮৪.৯৬	২৭৬.৫০	১৫৪.০৯	৫৬১.৪৬	১৭৭.৫৩	৪৮৪.০৮
৬.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	২৬৩০.৮৪	২৬৩০.৮৪	১৭২৮.৩৪	২৬৩০.৮৪	১৭২৮.৩৪	২৬৩০.৮৪
৭.	অন্যান্য ইকুইটি	-	-	-	-	-	-
৮.	শেয়ার প্রতি আয়ঃ মৌলিক	১.০৮	১.০৫	০.৮৮	২.১৩	১.০২	২.৬০
	মিশ্র	১.০৮	১.০৫	০.৮৮	২.১৩	১.০২	২.৬০

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য সমন্বিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			অর্ধ-বার্ষিক সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	৬৯৩৮.৫৬	৪১৭১.৮৬	১৭৯৮.৫৯	৮১১০.৪২	৪১৫৭.৫৩	২৪৩০২.৬৬
২.	কর ও অসাধারণ আইটেম-পূর্ব নিট মুনাফা	(২২৪.১১)	(১২৩৫.২৫)	(৭২.২১)	(১৪৫৯.৩৬)	৪৫.৫১	(৪৫৬.৭৬)
৩.	কর-পূর্ব এবং অসাধারণ আইটেম-পরবর্তী নিট মুনাফা	(২২৪.১১)	(১২৩৫.২৫)	(৭২.২১)	(১৪৫৯.৩৬)	৪৫.৫১	(৪৫৬.৭৬)
৪.	কর-পরবর্তী এবং অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পরবর্তী নিট মুনাফা	২৬.৭৭	(১৩৪৭.১৬)	(৬৩.৬৩)	(১৩২০.৩৯)	(২৯.৬২)	(৮৮৬.০০)
৫.	এই মেয়াদের মোট সামগ্রিক আয় (যার অন্তর্ভুক্ত হলো কর-পরবর্তী মেয়াদী মুনাফা এবং কর-পরবর্তী অন্যান্য সামগ্রিক আয়)	২৬.৭৭	(১৩৪৭.১৬)	১.৮৮	(১৩২০.৩৯)	(২৭.৭৪)	(৮৮৬.৯০)
৬.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	২৬৩০.৮৪	২৬৩০.৮৪	১৭২৮.৩২	২৬৩০.৮৪	১৭২৮.৩৪	২৬৩০.৮৪
৭.	অন্যান্য ইকুইটি	-	-	-	-	-	-
৮.	শেয়ার প্রতি আয়ঃ মৌলিক	-০.৭১	-৫.১২	-০.৩৭	-৩.৯৬	-০.১৭	-০.৮৩
	মিশ্র	-০.৭১	-৫.১২	-০.৩৭	-৩.৯৬	-০.১৭	-০.৮৩

উপরোক্ত তথ্যটি হলো ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে দাখিল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে **(www.rdbrealty.com)** পাওয়া যাবে। এছাড়া, কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে।

বোর্ডের পক্ষে ও তাদের হয়ে
স্বা/- প্রদীপ কুমার পুগালিয়া
পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০৫০১৩৫১

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৬ই নভেম্বর, ২০২৬

KAUSHAL INVESTMENTS LIMITED

Regd. Off:3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D8, Kolkata-700001
CIN : L65993WB1981PLC033363 ; EMAIL : info@kaushalinvest.com WEBSITE : www.kaushalinvest.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER, 2026

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 30.09.2026	Quarter ended 30.06.2026	Quarter ended 30.09.2025	Half Year ended 30.09.2026	Half Year ended 30.09.2025	Year ended 31.03.2026
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.81
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	-3.52	-3.41	-2.09	-6.93	-5.02	1.47
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-3.52	-3.41	-2.09	-6.93	-5.02	-3.69
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-4.27	-3.41	-2.09	-7.68	-5.02	-3.77
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-4.27	-4.19	-2.09	-8.46	30.76	33.04
6	Equity Share Capital	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00
7	"Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	-0.14	-0.11	-0.07	-0.24	-0.16	-0.12

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the Quarter and half year ended on September 30, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and half year ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.kaushalinvest.com.

2 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on November 14, 2026.

For and on behalf of the Board
FOR KAUSHAL INVESTMENT LIMITED
Sd/-
Sumit Goyal
Managing Director
DIN: 03017130

Place : Kolkata
Dated : 14.11.2026

VIRAT LEASING LIMITED

Regd. Off: 1,Crooked Lane, 3rd Floor, Room No.324, Kolkata-700001 W.B.
Corp. Off: “Jajodia Tower”, 3, Bentinck Street,Room No.D-8, 4th Floor, Kolkata-700001 W.B.
CIN:L65910WB1984PLC098684 EMAIL:info@vll.co.in WEBSITE:www.vll.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2026

(₹. in Lacs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 30.09.2026	Quarter ended 30.06.2026	Quarter ended 30.09.2025	Half Year ended 30.09.2026	Half Year ended 30.09.2025	Year ended 31.03.2026
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Revenue from Operations	30.60	19.89	30.85	50.49	53.69	86.97
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	13.36	8.52	21.69	21.88	27.02	-72.50
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13.36	8.52	21.69	21.88	27.02	-72.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16.28	6.38	16.32	22.66	20.22	-72.94
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4.26	6.38	16.32	10.64	85.55	-21.25
6	Equity Share Capital	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05
7	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.06	0.02	0.13	0.09	0.16	-0.56

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter & Half Year ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the websites of the company at www.vll.co.in.

2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th November, 2026.

For and on behalf of the Board
For Virat Leasing Limited
Sd/-
Rajeev Kothari
Managing Director
DIN: 00147196

Place : Kolkata
Dated :14.11.2026

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড

সিআইএন-এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২৫২
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৪, ফেয়ার্লি প্লেস, এইচএমপি হাউজ, ১ম তল, রুম নং-১১০, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ (০৩৩) ৭৫৯৫১৯১৮০, ইমেলঃ sec@somanys.com, ওয়েবসাইটঃ www.spotlightvanijya.com

৩০-০৬-২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/অর্ধ-বার্ষিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী [এসইবিআই (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশের আবশ্যকতা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৩৩ নং প্রবিধান অনুসারে]

৩০-০৯-২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/অর্ধ-বার্ষিক সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যাবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪ই নভেম্বর, ২০২৬

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে এবং জন্য
স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড
স্বা/-
রেশমি সোমানি
(পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর)
ডিআইএনঃ ০০১২৪৬৫৫

ভোটে নামতে ভয় কীসের?

বিরোধীদের বিঁধলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৫ নভেম্বরঃ ছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠান। কিন্তু সেখানেও ঘুরেফিরে চলে এল সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য রাজনীতির কিছু ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন। রাজ্যের পুর এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা



পালও স্পষ্ট করে দিলেন, এই সরকারের আমলে আইনশৃঙ্খলা অথবা সরকারকে চাপে রাখতে বিরোধী দলগুলি যে ‘জোট’ তত্ত্ব শোনাচ্ছে, তা খুব একটা দানা বাঁধবে না। সরকার তা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাচ্ছে না। শুক্রবার কলকাতায় প্রাক্তন প্রয়াত কংগ্রেস সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা হাজির হয়েছিলেন এক মঞ্চে। তা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। সেখানে সব দলের প্রতিনিধিরাই বিজেপিকে রুখতে একজোট হওয়ার বার্তা দেন। সেই প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা বলেছেন, ''আসলে ওরা অনিশ্চয়তায় ভুগছে, আমরা খুব একটা বেশি চিন্তিত নই। বিরোধীরা পুরসভার ভোটের আগে অথবা লোকসভায় যতই এক হওয়ার বার্তা দিক, এটা বোঝা যাচ্ছে তারা কতটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।'' পুরভোটের প্রসঙ্গে পুরমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী তৃণমূল এত ভয় পাচ্ছে কেন? আমরা তো নির্বাচনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? একে ধরছেন, ওর সঙ্গে জোট বানাচ্ছেন।'' যোগ করেন, ''১৫ বছর মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করলে এই অবস্থাই হয়। আপনারা যতই জোট বাঁধুন, মানুষের ভরসা ভারতীয় জনতা পার্টি। আমরা এই জোট-টোটকে খুব একটা গুরুত্ব দিই না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, গ্রাউন্ড লেভেলে নেমে কাজ করুন। আমরা সেটাই করছি এবং নির্বাচনের জন্য তৈরি।'' সম্প্রতি কলকাতার টালা ট্যাঙ্কের পাইপ ফাটা সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, ''অনেক জায়গায় জল এখনও সেই ফোর্সে আসছে না। এটা একটা বড় পাইপ, বড় একটা মেন লাইন, যা হঠাৎ ফেটে গিয়েছে। ব্রিটিশ আমলের পাইপ। ঠিক করতে সময় লাগছে। রাতদিন আমাদের অফিসার এবং কর্মীরা কাজ করছে। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। একটু ধৈর্য ধরতে হবে।'' তিনি যোগ করেন, ''আমি তো হাতুড়ি দিয়ে পাইপ ফাটিয়ে আসিনি। সেটা ফেটে গিয়েছে। এটা যে কোনও সময়ে হতে পারে। অন্য জায়গাতেও এ ভাবে আচমকা পাইপ ফেটে যেতে পারে।'' আইন বিভাগের প্রাক্তনীদের দু'দিন ব্যাপী ১৩তম পুর্নমিলন অনুষ্ঠান চলে আজ, রবিবার অবধি। এ দিন পুরমন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন রাজ্যের শিল্প প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শঙ্করকুমার নাথ-সহ আইন বিভাগের

গৃহস্থালী

ছটপুজোর মহাপ্রসাদ ঠেকুয়া এবার বাড়িতেই! অল্প উপকরণে বানিয়ে ফেলুন খাস্তা ও মুচমুচে

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ উৎসব যার যার, ঠেকুয়া সবার! ছটপুজোর কথা উঠলেই যে খাবারের কথা সবার আগে মনে আসে, তা হল সুস্বাদু মুচমুচে ঠেকুয়া। ছটপুজোর এই বিশেষ মহাপ্রসাদ শুধু বিহার বা ঝাড়খণ্ডেই নয়, বাংলাতেও যথেষ্ট জনপ্রিয়। অনেকে আবার একে খাজুরিয়া বা ঠিকারিও বলে চেনেন। বাইরে থেকে হালকা বাদামি, ভিতরে খাস্তা এবং মুখে দিলেই মিষ্টি স্বাদ-ঠেকুয়ার এমন আকর্ষণ এড়ানো সত্যিই কঠিন। ছটপুজোর অর্ঘ্য সাজানো থেকে শুরু করে বাড়ির অতিথি আপ্যায়ন, সবেতেই এই বিশেষ পদের আলাদা কদর রয়েছে। এবার ছটপুজোয় দোকান থেকে কিনে আনার বদলে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু ঠেকুয়া। অনেকেই মনে করেন, এই প্রসাদ তৈরি করা বেশ ঝামেলার। কিন্তু সঠিক উপকরণ এবং কয়েকটি সহজ নিয়ম মেনে চললেই বাড়িতে তৈরি করা সম্ভব একেবারে দোকানের মতো খাস্তা ঠেকুয়া। রইল সহজ রেসিপি।

ঠেকুয়া তৈরির জন্য কী কী উপকরণ লাগবে?

- ময়দা - ১ কেজি
- সাদা তেল - ৫০০ গ্রাম (ভাজার জন্য, ময়ানে ব্যবহার করতে হবে প্রায় ৫০ গ্রাম)
- নারকেল কোরা - অর্ধেক নারকেল
- বাদাম গুঁড়ো - ১০০ গ্রাম
- সুজি - ১ কাপ
- এলাচ ও গোলমরিচ গুঁড়ো - ১ টেবিল চামচ
- চিনির গুঁড়ো - ৪০০ গ্রাম



- জল - প্রয়োজনমতো

কীভাবে তৈরি করবেন মুচমুচে ঠেকুয়া?

প্রথম ধাপঃ ময়দা তৈরি-প্রথমে একটি বড় পাত্রে ময়দা নিয়ে ভালো করে চালুনিতে ছেঁকে নিন। এতে ময়দার দলা দূর হবে এবং ঠেকুয়ার মিশ্রণ মসৃণ হবে। এবার তার মধ্যে নারকেল কোরা, বাদাম গুঁড়ো, এলাচ ও গোলমরিচ গুঁড়ো, চিনির গুঁড়ো এবং হালকা ভেজে নেওয়া সুজি দিয়ে দিন।

দ্বিতীয় ধাপঃভালো করে ময়ান দিন-এবার মিশ্রণের মধ্যে প্রায় ৫০ গ্রাম সাদা তেল দিয়ে সমস্ত উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নিন। হাত দিয়ে মুঠো করে দেখুন মিশ্রণটি কিছুটা দলা বাঁধছে কি না। এই পর্যায়ে অল্প অল্প করে জল দিয়ে ময়দা মেখে নিন। তবে একসঙ্গে বেশি জল দেবেন না। ঠেকুয়ার ডো খুব বেশি নরম করা যাবে না। শক্ত অথচ নমনীয় ডো তৈরি করতে হবে। ভালো ময়ান দেওয়াই খাস্তা ঠেকুয়া তৈরির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

তৃতীয় ধাপঃ ঠেকুয়ার আকার দিন-ডো তৈরি হয়ে গেলে ছোট ছোট লেচি কেটে নিন। এবার হাত দিয়ে গোল করে নিয়ে ঠেকুয়ার ছাঁচে চেপে পছন্দমতো নকশা তৈরি করুন। ছাঁচ না থাকলে হাত দিয়েও ছোট ছোট গোল বা চ্যাপটা আকার দিতে পারেন। তৈরি হয়ে গেলে একটি বড় থালায় ঠেকুয়াগুলি সাজিয়ে রাখুন।

চতুর্থ ধাপঃ ভেজে নিন-এবার কড়াইয়ে পর্যাপ্ত তেল গরম করুন। তেল গরম হয়ে গেলে আঁচ মাঝারি থেকে কম-মাঝারি রাখুন। একসঙ্গে বেশি ঠেকুয়া কড়াইয়ে দেবেন না। ধীরে ধীরে উল্টেপাল্টে সোনালি-বাদামি রং হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিন। খুব বেশি আঁচে ভাজলে বাইরে রং ধরে গেলেও ভিতরটা ভালোভাবে সেদ্ধ হবে না। তাই ধৈর্য ধরে ভাজাই সবচেয়ে জরুরি।

ব্যস! তৈরি ছটপুজোর সুস্বাদু ঠেকুয়া। ঠেকুয়া খাস্তা করতে মাথায় রাখুন কয়েকটি টিপস-

- ময়দায় পর্যাপ্ত ময়ান দিতে হবে। এতে ঠেকুয়া খাস্তা হবে।
- ডো বেশি নরম করবেন না। তাতে ঠেকুয়ার আকার নষ্ট হতে পারে।
- তেল অতিরিক্ত গরম করবেন না। মাঝারি বা কম-মাঝারি আঁচে ধীরে ভাজুন।
- কড়াই থেকে তুলে ঠেকুয়া সম্পূর্ণ ঠান্ডা হওয়ার পর বায়ুরোধী পাত্রে রাখুন। ছটপুজোর পবিত্রতা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই বিশেষ প্রসাদ। তাই এবারের উসবে পরিবারের সকলকে নিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন খাস্তা, মুচমুচে ঠেকুয়া। একবার খেলে স্বাদ মনে থাকবে অনেক দিন!

ছটপুজোকে 'নাটক' বলেছিলেন রাহুল গান্ধী? পুরনো ভিডিও ঘিরে তুমুল বিতর্ক, হিন্দু ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে ক্ষমা চাওয়ার দাবি বিজেপির

নয়াদিল্লি ঃ দেশজুড়ে যখন ছটপুজোর উসবে মেতেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ, ঠিক তখনই পুরনো একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হল। কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে নিশানা করল বিজেপি। বিজেপির মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারী একটি ১৯ সেকেন্ডের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দাবি করেছেন, রাহুল গান্ধী ছটপুজোকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, হিন্দুদের ধর্মীয় উসব ও ভাবাবেগকে বারবার অসম্মান করছেন রাহুল। এই মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস নেতার ক্ষমা চাওয়ার দাবিও তুলেছে বিজেপি। প্রদীপ ভাণ্ডারীর পোস্ট করা ভিডিওতে রাহুল গান্ধীকে বলতে শোনা যাচ্ছে, একটা ভারত মোদিজির ভারত। যদি প্রধানমন্ত্রীকে নাটক করতে হয়, ছটপুজোর নাটক করতে হয়, তাহলে জল চলে আসে। এই বক্তব্যের অংশবিশেষ তুলে ধরে বিজেপির অভিযোগ, গোটা দেশ যখন ছটী মাইয়ার আরাধনায় ব্যস্ত, তখন রাহুল গান্ধী ছটপুজোকে নাটক বলে অপমান করছেন। এক্স হ্যান্ডেলে ভিডিওটি পোস্ট করে প্রদীপ ভাণ্ডারী লেখেন, হিন্দুদের যে কোনও উৎসব নিয়েই রাহুল গান্ধীর সমস্যা রয়েছে। কখনও ছটপুজো, কখনও দীপাবলি-বারবার হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর। প্রদীপের দাবি, কংগ্রেস যদি সত্যিই হিন্দুদের



আবেগকে সম্মান করে, তাহলে রাহুল গান্ধীকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

তবে বিজেপির এই অভিযোগ ঘিরে তৈরি হয়েছে পালটা বিতর্ক। কারণ, ভাইরাল হওয়া ১৯ সেকেন্ডের ভিডিওটি সম্পূর্ণ বক্তব্য নয় বলেই দাবি করা হচ্ছে। ভিডিওটি ২০২৫ সালের এবং তার পিছনে রয়েছে যমুনা নদীর দূষণ ও ছটপুজোকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক বিতর্ক। সেই সময় দিল্লির যমুনা নদীর ভয়াবহ দূষণ নিয়ে সরব হয়েছিল বিরোধী দলগুলি। দূষিত নদীতে ছটপুজো করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন বহু পুণ্যার্থী। সেই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যমুনায় নেমে ছটপুজোর মতো করে ডালা সাজিয়ে স্নান করার ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। প্রধানমন্ত্রীর সেই কর্মসূচিকে ঘিরেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছিল। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, যমুনার দূষণ নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ না করে প্রধানমন্ত্রী প্রতীকী কর্মসূচির মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচার করছেন। সেই ঘটনাকেই 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেছিলেন বিরোধী নেতারা। বিহারে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েও এই প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধী। অর্থাৎ, রাহুলের বক্তব্যের প্রেক্ষাপট ছিল প্রধানমন্ত্রীর যমুনায় স্নান এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক বিতর্ক। অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁর নিশানা ছিল প্রধানমন্ত্রীর ওই কর্মসূচি, ছটপুজোর ধর্মীয় আচার বা উসব নয়। কিন্তু বিজেপির মুখপাত্র ভিডিওর একটি ছোট অংশ প্রকাশ করে সেটিকে ছটপুজো সম্পর্কে রাহুলের মন্তব্য হিসেবে তুলে ধরেছেন। এই নিয়েই নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির বক্তব্য, ধর্মীয় উৎসবকে রাজনৈতিক আক্রমণের হাতিয়ার করা উচিত নয়। অন্যদিকে, ভিডিওর সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে বক্তব্যের একটি অংশকে আলাদা করে প্রচার করা হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। ছটপুজো বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। সূর্যদেব এবং ছটী মাইয়ার আরাধনায় লক্ষ লক্ষ মানুষ এই উসবে অংশ নেন। ফলে এই উসবকে ঘিরে কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় ভাবাবেগের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। সব মিলিয়ে, পুরনো একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে রাহুল গান্ধীকে আক্রমণের পথে হাঁটল বিজেপি।

মায়ের মিসেস ইন্ডিয়া জয়, মেয়ের মুকুটে মিস ইন্ডিয়ার সেরার শিরোপা!



প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলীঃ বয়স যে সাফল্যের পথে কোনও বাধা হতে পারে না, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন পূর্বস্থলীর মা ও মেয়ে। একই মঞ্চে আলাদা দুটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দু'জনেরই মুকুট জয়ের সাফল্যে গর্বিত গোটা পরিবার থেকে শুরু করে এলাকার মানুষ। ওড়িশার ভুবনেশ্বরে IGLAIM-এর উদ্যোগে আয়োজিত মিস ইন্ডিয়া ও মিসেস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় জোড়া সাফল্য পেলেন পূর্বস্থলী ১ ব্লকের সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুটিরপাড়া এলাকার বাসিন্দা রিনা দাস দেবনাথ ও তাঁর মেয়ে ঋতু দাস। চলতি বছরের নভেম্বর মাসে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন বর্তমানে সুলন্ট বেথানি স্কুলে কর্মরত শিক্ষিকা রিনা দাস দেবনাথ। প্রতিযোগিতায় নিজের প্রতিভা ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়ে তিনি অর্জন করেন মিসেস ইন্ডিয়া খেতাব। অন্যদিকে, তাঁর মেয়ে ঋতু দাস IGLAIM-এর মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে জয় করেন মিস ইন্ডিয়ার মুকুট। মা ও মেয়ের এই অভাবনীয় সাফল্য স্বাভাবিকভাবেই আনন্দের আবহ তৈরি করেছে পরিবার ও পরিচিত মহলে। নিজের সাফল্যের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে রিনা দাস দেবনাথ জানান, বয়স কেবলমাত্র একটি সংখ্যা। মনের মধ্যে সাহস, আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তি থাকলে জীবনে যে কোনও লক্ষ্যেই পৌঁছনো সম্ভব। পাশাপাশি তিনি জানান, এই বয়সে এসে এমন একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাঁর মেয়েই তাঁকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে সাহায্য করেছে।

বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি মেনেই ফেরানো হবে হাসিনাকে!

ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ঃ শীঘ্রই বাংলাদেশে ফেরানো হবে ভারতে আশ্রয় নেওয়া ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে! এই ইস্যুতে চর্চার মাঝেই এবার চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী মহম্মদ আসাদুজ্জামান। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি জানিয়েছেন, আইন মেনেই বাংলাদেশে প্রত্যার্পণ করা হবে হাসিনাকে। শুধু তাই নয়, এই সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি তাঁর। হাসিনার প্রত্যর্পণ ইস্যুতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত কোনও মন্তব্য না করলেও সম্প্রতি বাংলাদেশের এক রিপোর্ট সামনে আসে। ওপারের সংবাদমাধ্যমের তরফে দাবি করা হয়, হাসিনার প্রত্যাবর্তনের জন্য দু'টি শর্ত রেখেছে ভারত। এক, হাসিনাকে ফেরানোর দায়িত্ব নিতে হবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে। যেহেতু ২০২৪-র আগস্টে তিনি সামরিক বিমানে ভারতে এসেছিলেন, তাই সেভাবে তাঁকে ফেরত পাঠাতে হবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে দিল্লিতে সামরিক বিমান পাঠিয়ে প্রত্যর্পণ হতে পারে। দ্বিতীয় শর্ত হিসেবে দাবি করা হচ্ছে, হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ দিতে হবে। নতুন করে তাঁর বিচার প্রক্রিয়া শুরু হোক। অর্থাৎ শর্তের মাধ্যমে হাসিনার সুবিচার ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চেয়েছে ভারত সরকার। এমনটাই দাবি প্রতিবেদনে।বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী মহম্মদ আসাদুজ্জামান জানিয়েছেন, আইন মেনেই বাংলাদেশে প্রত্যার্পণ করা হবে হাসিনাকে। শুধু তাই নয়, এই সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি তাঁর।এই ইস্যুতে জল্পনার মাঝেই শনিবার বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে আইনি প্রক্রিয়ায় যা যা করণীয়, তা করা হয়েছে। ভারত কী করবে, সেটা ভারতের বিষয়। এর সঙ্গেই ১৯৭৩ সালের আইনের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ওই আইনের ৪৭(৩) অনুচ্ছেদে বলা রয়েছে, মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত এবং সাজাপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি মৌলিক অধিকারের দাবি করতে পারবেন না। ওঁরাই (শেখ মুজিবর রহমান) এই আইন করেছিল। যদিও শুক্রবার এই ইস্যুতে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, এই বিষয়ে তাঁর কিছু বলার নেই। এদিকে গত ৯ নভেম্বর ঢাকার কাছে পাসপোর্ট চেয়ে আবেদন করেছেন শেখ হাসিনা। তাঁর আইনজীবী দিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে গিয়ে এই সংক্রান্ত চিঠি দিয়ে আসেন। সেখানে পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্রের আবেদন জানানো হয়। বাংলাদেশ ছাড়ার পর এই প্রথমবার হাসিনা নিজ দেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। উল্লেখ্য, হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরাতে ২০২৪ সাল থেকে তপর হয় শেখাকার সরকার। ভারতকে বার্তা পাঠিয়ে তাগাদাও দেওয়া হয়।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for Temporary IT Infrastructure arrangement in connection with VVIP Visit in the District of Murshidabad on 17.11.2026" [Job No. KIT/RW/258 of 26-27]

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-145/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : 16.11.2026 up to 03.00 PM

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

NAME CHANGE

I, Gonesh Chandra Mondal (Old Name) S/O– Gokul Chandra Mondal resident of Vill- Suryanagar , Po-Godagari , Ps-Jalangi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742305 do hereby declared that I have changed my name from Gonesh Chandra Mondal to Ganesh Chandra Mondal and henceforth I shall be known as Ganesh Chandra Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/11/2026. My name Ganesh Chandra Mondal & Gonesh Chandra Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abul Hossain (Old Name) S/O–Md Amjad Ali residing at Gofur Sarkerer Para , Dararkandhi , Bhagawangola , Dist-Murshidabad, West Bengal 742135 do hereby declared that I have changed my name from Abul Hossain to Md Abul Hossain and henceforth I shall be known as Md Abul Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 13/11/2026 . My name Md Abul Hossain & Abul Hossain both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammed Naimur Rahman (Old Name) S/O–Md Bahar Ali residing at Vill & PO-Alipur , PS-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal 732201 do hereby declared that I have changed my name from Mohammed Naimur Rahman to Md Naimur Rahman and henceforth I shall be known as Md Naimur Rahman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 13/11/2026 . My name Md Naimur Rahman & Mohammed Naimur Rahman both are same and one identical person.

ভগবানের সেবা

স্বপ্না মাহাতো ঃ জল এবং স্থল নিয়ন্ত্রণ ভগবান করছেন, সমস্ত মানুষ ভগবান থেকে সৃষ্টি, সমস্ত প্রানির মধ্যে একটাই অন্তর্নিহিত চেতনা রয়েছে, এই চেতনা ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না, ভগবান আমাদের সমস্ত অফিসিয়াল কাজ দেখেন, আমরা ভগবানের উপস্থিতিতে এই অফিসিয়াল কাজটি করছি, ভগবান আমাদের যা কিছু দিচ্ছেন তাই দিয়ে আমরা জীবিকা অর্জন করছি, ভগবান আমাদের খুব কাছেই আছেন, কিন্তু আমরা ভাবি ভগবান আমাদের থেকে দূরে, ভগবান নিজেকে আমাদের মধ্যে রেখেছেন, ভগবান নিজে আমাদের কাজ দেখছেন, ভগবান নিজে আমাদের কথা শুনছেন, সবকিছু তাঁরই , যিঁনি এই মহাবিশ্বকে শাসন করেন, একজনই ভগবান যিঁনি সকলের মধ্যে বাস করছেন, একটাই ভগবান যিঁনি সর্বত্র বিরাজ করছেন, প্রকৃতপক্ষে ভগবান আমাদের খুব নিকটবর্তী, ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, ভগবান সকল মানুষকে সক্রিয় করছেন, ভগবান পবিত্র, ভগবান আমাদের দুঃখ বেদনা দুর করেন, ভগবান আমাদের আশ্রয় দেন, আমরা বিশ্রাম করতে পারি।

পুলিশি সংঘর্ষে খতম শান্তিনিকেতনের কুখ্যাত দুষ্কৃতী রতন শেখ



দুরন্ত বার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ বদলের বাংলায় ফের পুলিশের গুলিতে খতম হল কুখ্যাত এক দুষ্কৃতী। শান্তিনিকেতনে কর্তব্যরত পুলিশ কনস্টেবলকে গুলি করার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রতন শেখ রবিবার বিকেলে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার দুপুরের দিকেই রতন শেখকে গ্রেপ্তার করার খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশি সংঘর্ষে তার মৃত্যুর খবর সামনে আসায় রাজ্য জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, নিহত এই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ছত্রিশটি গুরুতর অপরাধমূলক মামলা বিচারাধীন ছিল। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটি পঞ্চম বড় পুলিশি সংঘর্ষের ঘটনা বলে প্রশাসনিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সম্প্রতি শান্তিনিকেতন এলাকায় এক পুলিশ কনস্টেবলকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসনের অন্দরে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই হুঁশিয়ারির পরপরই নড়েচড়ে বসে বীরভূম জেলা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের বিশেষ দল। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী রতন শেখ। এরপর থেকেই তার খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। অবশেষে রবিবার দুপুরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ রতন শেখকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্তকে জেরা করে হামলার ঘটনায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার এবং অন্যান্য সঙ্গীদের খোঁজে তল্লাশি অভিযানে বেরিয়েছিল পুলিশের একটি দল। সেই অভিযানের সময়ই অভিযুক্ত রতন শেখ পুলিশের হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে তার গুলির লড়াই শুরু হয় এবং পালটা গুলিতে গুরুতর জখম হয়ে মৃত্যু হয় রতনের। যদিও এই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিয়ে পুলিশের তরফে এখনও বিস্তারিত আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে সূত্রের দাবি, রতন শেখ দীর্ঘদিন ধরেই বীরভূম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় নানা ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম ও অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তার বিরুদ্ধে খুন, তোলাবাজি, বেআইনি অস্ত্র রাখা সহ ছত্রিশটি মামলা রয়েছে।রাজ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসন যে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে, এই ঘটনা তারই প্রমাণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিশ্লেষকদের একাংশ। এর আগেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চারটি বড় পুলিশি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শান্তিনিকেতনের ঘটনায় কনস্টেবল আক্রান্ত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তের গ্রেপ্তার এবং পরবর্তীতে পুলিশি গুলিতে তার মৃত্যু নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। একদিকে যেমন পুলিশকর্মীদের নিরাপত্তা ও দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য রুখতে প্রশাসনের এই সক্রিয়তাকে অনেকেই সমর্থন জানাচ্ছেন, অন্যদিকে পরপর এই ধরনের পুলিশি সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে মানবাধিকার ও আইনি প্রক্রিয়া ঘিরেও বিতর্ক দানা বাঁধছে।বর্তমানে শান্তিনিকেতন ও সংলগ্ন এলাকায় যাতে নতুন করে কোনও উত্তেজনা না ছড়ায়, সেজন্য পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। নিহত রতন শেখের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য

ঝাড়গ্রাম থেকে বড় ঘোষণা

১-র পাতার পর- অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে আদিবাসীদের জমির অধিকার, ভুয়ো এসসি শংসাপত্র রোধ এবং শবর জনজাতির উন্নয়ন-এই তিনটি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একদিকে আদিবাসী পরিবারগুলির হাতে জমির মালিকানা তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে ভুয়ো শংসাপত্রের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপের বার্তা-ঝাড়গ্রামের মঞ্চ থেকে জনজাতি উন্নয়নকে সামনে রেখেই একাধিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঘোষণা করলেন তিনি।

মঞ্চে সখ্য তবু জোটে বিষ, কুণাল-কল্যাণ কাজিয়া, গৃহযুদ্ধে তৃণমূল

১-র পাতার পর-

জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। সেই মঞ্চে বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্বকে পাশে নিয়ে বসেছিলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, সরাসরি জোটের কথা উচ্চারণ না করলেও কুণাল স্পষ্ট বার্তা দেন যে মঞ্চে যদি সকলে পাশাপাশি বসতে পারেন, তবে মঞ্চের নীচে আসল লড়াইয়ে কেন একজোট হওয়া যাবে না। কুণাল ঘোষের যুক্তি, তৃণমূল এখন ক্ষমতায় নেই বলেই সিপিএম জোটের কথা নিয়ে কটাক্ষ করছে। কিন্তু অতীতে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন তারাও কি কখনও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতে গিয়েছিল? কুণালের দাবি, সিপিএম যদি এখনও পুরনো ছুমার্গ

আঁকড়ে ধরে থাকে, তবে তা আত্মঘাতী হবে। বামফ্রন্টের ভোট কমে যাওয়া এবং সেই ভোট বিজেপির দিকে চলে যাওয়ার কারণেই গেরুয়া শিবির সুবিধা পাচ্ছে বলে অভিযোগ করে কুণাল সিপিএমকে নিশানা করেন।কিন্তু কুণাল ঘোষের এই জোট-তত্ত্বকে এক মুহূর্তও আমল দিতে নারাজ শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি কুণালের উলটো সুরে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন বাম শিবিরের বিরুদ্ধে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধতে তাঁদের কোনও অসুবিধা নেই, কিন্তু সিপিএমকে নিয়ে দলের অঃ দরেই প্রবল আপত্তি রয়েছে। বাম আমলের রক্তাক্ত দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কল্যাণ বলেন, সিপিএম নেতারা তাঁদের চোর বলে অপমান করেন, পালটা তৃণমূলও সিপিএমকে ডাকাত ও ধর্ষকের দল বলেই মনে করে। বাম জমানায় সাধারণ মানুষ ও তৃণমূল কর্মীদের ওপর যে নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছিল এবং মহম্মদ সেলিম যেভাবে তাঁদের অপমান করতেন, তা কোনোভাবেই ভোলা সম্ভব নয়। কল্যাণের প্রশ্ন, যে সিপিএমের অত্যাচারে বাংলার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন, সেই দলের সঙ্গে হাত মেলানো কীভাবে সম্ভব?তৃণমূলের এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মাঝেই জোটের সম্ভাবনায় জল ঢেলে দিয়েছে সিপিএম ও কংগ্রেস উভয় শিবিরই। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী অত্যন্ত কড়া ভাষায় তৃণমূলের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং লুঠপাটের মাধ্যমে তৃণমূল বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। তাই এই দুর্গন্ধযুক্ত দলের সঙ্গে হাত ধরাধরি করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বামেদের তরফে দরজা পুরোপুরি বন্ধ থাকায় তৃণমূলের অন্দরে কে কী তর্কবিতর্ক করছেন, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ সুজন। অন্যদিকে, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে কুণাল ঘোষের এই রাজনৈতিক মন্তব্যে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, প্রিয়রঞ্জনের মঞ্চ একটি বহুত্ববাদী ও অরাজনৈতিক মঞ্চ, সেখানে দলীয় রাজনীতির কথা বলা অনুচিত। জোটের কোনও প্রস্তাব বা আলোচনা একমাত্র দলীয় দপ্তরেই হতে পারে বলে কুণালকে কড়া বার্তা দিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। সব মিলিয়ে বিজেপি বিরোধী মহাজোটের সলতে পাকানোর আগেই শরিকদের তীব্র কাদা ছোড়াছুঁতিতে রীতিমতো বিড়ম্বনায় পড়েছে মমতা শিবির।

NAME CHANGE

I, RANI KUMAR w/o Dilip Kumar D/o Jagannath Kumar residing at 8 Lane,Sarada Mani Park, Dakshin Roy Nagar,Bansdroni, South 24 Parganas, West Bangal,Pin-700 070, do hereby solemnly affirm & declare that my actual name is RANI KUMAR instead of RANI DEVI which is wrongly recorded in my Son's (Aman Kumar) manual birth certificate no. 11807/1 vide Notary Public at Kolkata on 13.11.2026. RANI KUMAR and RANI DEVI both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Answar Sekh (Old Name) S/O–Sukur Sekh residing at Vill-Nowdapara Goaljan , PO- Goaljan , PS-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal 742187 do hereby declared that I have changed my name from Md Answar Sekh to Ansar Seikh and henceforth I shall be known as Ansar Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 13/11/2026 . My name Ansar Seikh & Md Answar Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Saddam Sk (Old Name) S/O–

ASIRVAD MICRO FINANCE LTD

(CIN)U65923TN2007PLC064550

Ceebros Manjula, 3rd Floor, Office No. 1, New No. 39, Old No. 45, Montieth Road, Egmore (Opposite Indian Red Cross Society, Ethiraj Salai), Chennai, Tamil Nadu - 600008,India.

নীলামের বিজ্ঞপ্তি

বন্ধকীকারকগণ -তা' সে সুনির্দিষ্ট হোন বা জনসাধারণ - এতদ্বারা সামগ্রিকভাবে অবগত হচ্ছেন যে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টসমূহে বন্ধক-রাখা সোনার অলঙ্কারের জনসমক্ষে নীলাম-হাঁকার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে নিম্নলিখিত শাখাগুলিতে 16.12.2026 তারিখে, সকাল 10-টা থেকে। ঋণমরা ঋণশোধে অক্ষম গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নীলাম করছি যাঁরা রেজিস্টার্ড চিঠি দ্বারা অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ-পরিমাণের প্রেক্ষিতে অর্থপ্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। নীলামে না-ওঠা দ্রব্যসামগ্রীর নীলাম অন্য যেকোনো দিনে কোনো আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সঙ্ঘটিত হবে। স্থান বা তারিখে কোনো পরিবর্তন ঘটলে (যদি থাকে) তা' নীলামস্থলে এবং ওয়েবসাইটে কোনোরূপ পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই প্রদর্শিত হবে।

বন্ধকী সামগ্রীর তাতিকা:-

পশ্চিমবঙ্গ, বর্থমান, গলসি-জিএল, 0325940700004127, 4129, 4570, 4673, 4675, 4687, 4691, 4692, 4703, 0325940730018108, 9275, 9334, 9402, 9403, 9404, 9415, 9416, 9439, 9446, 0325940750000159, গুসকরা-জিএল, 0325360700004622, 4649, 4653, 5093, 5094, 5097, 5105, 5294, 5313, 5316, 5322, 5324, 5331, 5335, 5343, 5350, 5353, 5354, 5357, 5359, 5361, 5362, 5367, 5369, 0325360730025746, 7400, 7441, 7442, 7487, 7522, 7562, 7570, 7571, 7584, 7593, 7596, 0325360750000034, পানাগড়-জিএল, 0325970700003830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3838, 3863, 3918, 4020, 4023, 4025, 4027, 4031, 4034, 4038, 4040, 4042, 4047, 4054, 4070, 4080, 0325970730036283, 6359, 6364, 6365, 6429, 6444, 6447, উখড়া-জিএল, 0330190700002288, 2290, 2291, 2305, 2319, 2323, 2647, 2648, 2653, 2665, 2668, 2805, 2812, 2819, 0330190730014847, 5606, 5610, 5611, বিরভূম, কিরণাহার-জিএল, 0326100700005339, 5860, 6176, 6205, 0326100730020715, সাইথিয়া-জিএল, 0325510700004835, 5387, 5389, 5421, 5441, 5450, 5671, কোচবিহার, কোচবিহার-জিএল, 0329030700004361, 4958, 4960, 4961, 4966, 4970, 4971, 4972, 4974, 4977, 4978, 4997, 5002, 5003, 5006, 5013, 5018, 5042, 5047, 5048, 5060, 5294, 5305, 5310, 5312, 5314, 5325, 5340, 5346, 0329030730006766, 0329030730010078, 0079, 0087, 0088, 0098, 0099, 0109, 0117, 0129, 0133, 0134, 0135, 0154, 0155, 0162, 0174, 0367, 0378, 0392, 0393, 0329030750000157, 0159, তুফানগঞ্জ-জিএল, 0329850700002942, 2943, 3240, 3831, 3835, 3842, 3844, 3853, 3860, 3871, 3982, 4130, 4157, 4182, 4195, 4197, 4205, 0329850730024824, 4827, 4828, 4829, 4831, 4833, 4904, 5026, 5036, 5074, দক্ষিণ ৰ সাউথ দিনাজপুর, বালুরঘাট-জিএল, 0325540700005472, 5481, 5485, 5494, 5495, 5499, 5500, 5507, 5509, 5569, 5685, 5695, 5707, 5722, 0325540730006486, 6534, 6739, 8880, 8890, 8891, 8900, 8901, 8902, 8910, 8918, 8950, 8990, 8992, পূর্ব ৰ ইস্ট মেদিনীপুর, চাঁদিপুর-জিএল, 0325570700004719, 4735, 5285, 5290, 5296, 5297, 5302, 5306, 5320, 5321, 5352, 5366, 5376, 5380, 5385, 5495, 5564, 5566, 5586, 5588, 5593, 5596, 5600, 5605, 5613, 5619, 5621, 5623, 5624, 5629, 5631, 5634, 0325570730030214, 0320, 0348, 0353, 2275, 2276, 2277, 2283, 2287, 2295, 2304, 2318, 2319, 2320, 2335, 2387, 2423, 2509, 2510, 2516, 2528, 2529, 2531, এগরা-জিএল, 0325120700007148, 7187, 7200, 7202, 7204, 7856, 7860, 7863, 7882, 7885, 7913, 7944, 7953, 7971, 8208, 8210, 8239, 8240, 8245, 8247, 8248, 8290, 0325120730096675, 7572, 7681, 7733, 7761, 7775, 9121, 9139, 9142, 9189, 9205, 9280, 9314, হুগলি, ধনিয়াখালি-জিএল, 0325230700002865, 2889, 2890, 3198, 3355, 3367, 0325230730011401, 1420, 2159, 2211, 2222, পান্ডুয়া-জিএল, 0325080700003330, 3339, 3343, 3345, 3362, 3369, 0325080730010510, সিঙ্গুর-জিএল, 0325060700003831, 3833, 3846, 4213, 4218, 4285, 4323, 4352, 4376, 4377, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4391, 4392, 4397, 4401, 4404, 4413, 4424, 4425, 4428, 4429, 4433, 4436, 4437, 4446, 4449, 0325060730013915, 3916, 3960, 3974, 3982, 3983, 3988, 3989, 3993, হাও!া, আলিপুরদুয়ার-জিএল, 0327940700004343, 4355, 4359, 4898, 4902, 4956, 4977, 4981, 5177, 0327940730008175, 0327940730010566, 0632, 0636, 0826, আমতা-জিএল, 0325110700005006, 5024, 5044, 5086, 5303, 5322, 5357, 0325110730029831, 9999, 0325110730030000, 0001, 0013, 0014, 0015, 0016, 0028, ফালাকাটা-জিএল, 0327920700004459, 5081, 5293, 5299, 5318, 5339, 5354, 0327920730006786, 6815, 6821, 8236, 8242, 8246, 8249, 8252, 8255, 8257, 8258, 8490, 8491, শ্যামপুর-জিএল, 0327950700003267, 3291, 3299, 3302, 3623, 3632, 3641, 3642, 3646, 3648, 3657, 3667, 3685, 3687, 3688, 3699, 3827, 3873, 0327950730023626, 3632, 3644, ঝাড়গ্রাম, ঝাড়গ্রাম-জিএল, 0325160700003340, 3343, 3349, 3711, 3799, 3800, 3855, 3857, 3860, 3861, 3863, 3870, 3875, 0325160730020406, 1650, 1651, 1690, 1691, 1768, 1779, 1780, 1781, 1783, 1791, মালদা, গাজোল-জিএল, 0326060700004636, 4640, 4713, 5253, 5261, 5323, 5335, 5343, 0326060730051693, 1735, 1736, 2733, 2755, 2769, 2780, 2784, 2790, 2791, 3030, 3036, মালিকচক-জিএল, 0326040700005673, 5774, 5780, 0326040730038961, মুর্শিদাবাদ, বেলডাঙ্গা-জিএল, 0325770700008875, 8904, 8926, 8928, 8988, 8992, 8999, 9005, 9007, 9368, 9457, 9463, 9475, 9478, 9487, 0325770730023615, 4627, 0325770750000128, ধুলিয়ান-জিএল, 0328980700005855, 5884, 5928, 5947, 6665, 6668, 6690, 6942, 7053, 7057, 7075, 7105, 7112, 0328980730006088, ডোমকল-জিএল, 0325750700008025, 8710, 9708, 9715, 9736, 9750, 9764, 9819, 9828, 9887, 0325750730029276, 9332, লালগোলা-জিএল, 0325690700006950, 6975, 6976, 7635, 7650, 7662, 7671, 7675, 7677, 7681, 7691, 7699, 7751, 7802, 7803, 7973, 8065, 0325690730009749, 0325690730010896, 0921, 0960, 1097, 1157, 1204, মুর্শিদাবাদ-জিএল, 0325560700005048, 5089, 5359, 0325560730018428, 8506, সালর-জিএল, 0325780700005220, 5574, 5614, 6086, 6093, 6100, 6137, 6402, 0325780730021540, 1820, 1938, 2689, 2760, 2761, নদিয়া, বগুলো-জিএল, 0325520700004875, 5282, 5303, 5306, 5310, 5312, 5335, 5336, 5482, 5495, 5508, 5511, 0325520730034203, 4941, 4945, 4946, 4959, 4991, 5062, 5063, 5070, করিমপুর-জিএল, 0325720700008832, 8838, 8869, 9597, 9672, 0325720730012890, 2901, 4208, পলাশি-জিএল, 0341720700002909, 2910, 2911, 2945, 2952, 2956, 2970, 2975, 2995, 3634, 3636, 3637, 3641, 3642, 3643, 3645, 3648, 3651, 3659, 3660, 3661, 3664, 3668, 3682, 3705, 3986, 4017, 4056, 4062, 4064, 0341720730021580, 1603, 1635, 1636, 1637, 1638, 2402, 2429, 2452, 2595, 2623, তেহট্ট-জিএল, 0327800700005505, 5506, 5507, 5526, 5530, 5547, 5552, 5561, 5569, 5573, 5587, 0327800730009723, 9781, উত্তর ৰ নর্থ 24 পরগনা, হাসনাবাদ-জিএল, 0325260700005730, 6166, 6224, 6234, 6250, 6270, 6293, 6295, 6300, 7061, 7070, 7072, 7078, 7094, 7106, 7116, 7118, 7134, 7140, 7141, 7174, 7188, 7528, 0325260730012990, 3111, 3112, 3117, 3120, 4853, 4863, 4864, 4892, 4897, 4902, 4918, উত্তর ৰ নর্থ দিনাজপুর, ডালখোলা-জিএল, 0325650700002954, 3041, 3339, 3375, 3380, 3393, 3509, 3514, 3517, 0325650730003295, 3296, ইসলামপুর-জিএল, 0325760700006364, 6396, 6401, 6534, 6537, 6547, 6576, 0325760730002872, 3416, 3432, 3557, 0325760750000033, ইটাহার-জিএল, 0326010700005480, 5565, 6236, 6265, 6270, 6312, 6720, 6725, 6745, 0326010730009490, 9578, 0326010750000082, কল্যাণগঞ্জ-জিএল, 0325660700005572, 5589, 5593, 5607, 6080, 6094, 6105, 6110, 6114, 6135, 6138, 0325660730019377, 0325660730020765, 0870, 0977, টাঙ্গিদীঘি-জিএল, 0326020700005269, 5270, 5290, 5297, 5303, 5307, 5310, 5316, 5327, 5336, 5340, 5356, 5481, 5496, 5498, 5501, 5515, 5521, 5527, 0326020730015206, 5825, 5828, 5832, 5837, 5842, 5899, 5907, 5911, 5923, 5930, 5933, পশ্চিম ৰ ওয়েস্ট মেদিনীপুর, চন্দ্রকোণা রোড-জিএল, 0325020700004495, 4501, 4515, 4530, 4891, 4931, 5061, 5079, 5081, 5086, 5088, 5106, 5107, 5125, 0325020730033766, 3767, 3810, 3820, 3837, 4508, 4576, 4582, 4593, 4595, 4596, 4598, বর্থমান, কুসুমগ্রাম-জিএল, 0327930700004133, 4140, 4151, 4160, 4345, 4346, 4355, 4358, 4360, 4367, 4375, 4393, 0327930730042902, 3437, 3439, 3440, 3457, 3458, 3460, 3467, 3587, 3610, 0327930750000139, পূর্ব ৰ ইস্ট মেদিনীপুর, চৈতন্যপুর-জিএল, 0325430700005681, 5688, 6340, 6616, 6703, 6706, 6707, 6713, 6717, 6718, 6741, 6747, 6751, 6756, 6757, 6765, 6777, 6780, 0325430730017294, 7296, 8443, 8451, 8632, 8633, 8686, 8699, 8714, 8715, 8716, 8717, 8745, 8748, নন্দীগ্রাম-জিএল, 0325870700007082, 7727, 7740, 7803, 8184, 0325870730024111, পুরুলিয়া, বলরামপুর-জিএল, 0328500700002969, 2971, 3000, 3295, 3296, 3366, 3420, 3496, 3503, 3515, 3516, 0328500730010184, 0186, 0292, 0321, 0325, 0337, 0339, 0341, 0347, দক্ষিণ ৰ সাউথ 24 পরগনা, দক্ষিণ বারাসাত-জিএল, 0329690700004149, 4150, 4170, 4708, 4709, 4714, 4764, 4781, 4791, 4857, 5046, 5047, 5068, 5073, 5081, 5082, 5083, 5086, 5088, 5089, 5095, 5099, 5118, 5120, 5123, 5125, 5133, 5141, 5142, 0329690730005050, 6185, 6194, 6348, 6357, 6392, 6398, 6402, 6406, 6413, 0329690750000050, 0051, কাকদ্বীপ-জিএল, 0325250700008770, 8871, 9637, 9664, 9677, 9711, 0325250700010016, 0325250730007754, 7755, 7756, 7837, 8800, 8801, 8976, 9070, 9123, দক্ষিণ ৰ সাউথ দিনাজপুর, বুনিয়াদপুর-জিএল, 0326050700005043, 5045, 5046, 5049, 5069, 5077, 5078, 5079, 5084, 5090, 5091, 5092, 5103, 5270, 5276, 5285, 5286, 5296, 5298, 0326050730002944, 2945, 2957, 2962, 3061, 3064, 3065, পতিরাম-জিএল, 0328450700005407, 5827, 5830, 5838, 5839, 5846, 5852, 5853, 5857, 5863, 5864, 6039, 0328450730003045, 3897, 3929, 4005, 4009, 4023, পশ্চিম ৰ ওয়েস্ট মেদিনীপুর, বেলদা-জিএল, 0325170700004855, 5175, 5191, 5245, 5271, 5273, 5293, 5295, 5361, 5363, 5366, 5379, 5384, 5385, 5386, 5387, 5389, 5392, 5400, 5404, 5405, 5408, 5411, 5413, 5415, 5421, 5422, 5433, 5437, 5443, 0325170730031535, 1604, 1606, 1609, 1626, 1627, 1628, 1630, 1636, 1639, 1640, 1645, 1647, 1651, ঘাটাল-জিএল, 0325530700003253, 3254, 3615, 3663, 3755, 3763, 3770, 3778, 3780, 3792, 3802, 3806, 0325530730024473, 0325530750000027, 0031, 0032, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ৰ সাউধ 24 পরগনা, দক্ষিণ বারাসাত-জিএল, 329690600000005 0006, 0008, পশ্চিম ৰ ওয়েস্ট মেদিনীপুর, নন্দীগ্রাম-জিএল, 325870600000003 এগরা-জিএল, 325120600000008 হুগলি, সিঙ্গুর-জিএল, 325060600000010 0011, ধনিয়াখালি-জিএল, 325230600000002 ঝাড়গ্রাম, ঝাড়গ্রাম-জিএল, 325160600000003 পূর্ব বর্ধমান, গলসি-জিএল, 325940650000001 দক্ষিণ ৰ সাউধ 24 পরগনা, কাকদ্বীপ-জিএল, 325250600000010

যে-সব ব্যক্তি উল্লিখিত নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক তাঁরা নিম্নলিখিতগুলি পালন করবেন :-

আগ্রহী বিডারগণের উচিত নিলামের দিনেই ইএমডি হিসেবে নগদ 10,000 জমা করা (অসফল বিডারদের প্রতি ফেরতযোগ্য)। বিডারগণের বৈধ আইডি কার্ড ৰ প্যান কার্ড বহন করা উচিত।
অধিক বিবরণের জন্য দয়া করে 9345954568 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক
অসিরবাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড

নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ৩-১-এ ওয়ানডে সিরিজ জিতল ভারত

মাউন্ট মঙ্গানুই, ১৫ নভেম্বরঃ মাত্র দু'দিন আগেই ৮৯ রানে অলআউটের চরম লজ্জা। সেই ধাক্কা সামলে পঞ্চম ওয়ানডেতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন টিম ইন্ডিয়ার। মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে লো-স্কোরিং থ্রিলারে নিউজিল্যান্ডকে ২২ রানে হারাল ভারত। সেই সঙ্গে ৩-১ ব্যবধানে জিতল সিরিজও। এদিন টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। পেস-সহায়ক পিচে ফের ব্যর্থ ভারতের টপ-অর্ডার। টেস্টের প্রস্তুতিতে ম্যাট হেনরিরা না থাকায় সুযোগ পাওয়া ম্যাথু ফিশারের বলে রোহিত শর্মা (৭) ও বিরাট কোহলি (৫) দ্রুত সাজঘরে ফেরেন। জ্যাকব ডাফির শিকার ঋতুরাজ গায়কোয়াড় (১৮) ও ব্লেয়ার টিকনারের বলে অস্থায়ী অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার (২২) আউট হতেই ৮৬ রানে ৪ উইকেট খুইয়ে চূড়ান্ত চাপে পড়ে টিম ইন্ডিয়া। তবে খাদের কিনারা থেকে দলকে টেনে তোলেন অক্ষর প্যাটেল ও ঈশান কিষান। স্টেডিয়ামের সাময়িক বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের মধ্যেও বিশাল ছক্কা হাঁকান অক্ষর। দু'জনেই ৪৬ রান করে যথাক্রমে মাইকেল ব্রেসওয়েল ও ডাফির শিকার। শেষে নমন ধীর (২২), অর্শদীপ সিং (১৪) ও মহম্মদ সিরাজের (অপরাজিত ১৪) ব্যাটে ভর করে



৪২.১ ওভারে ওঠে ২০৯। ২১০ রানের সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরুতেই সিরাজ-ঝড়ে খাবি খেতে থাকে নিউজিল্যান্ড। প্রথম একাদশে ফিরে টিম সেইফার্ট (১৪) ও ফিন অ্যালেনকে (১) দ্রুত ফেরান ভারতীয় পেসার। অন্যদিকে নিক কেলির (২৪) স্টাম্প ছিটকে দেন অর্শদীপ সিং। বিরাট কোহলি ডিন ফক্সক্রফটের ক্যাচ ফসকালেও ঋতুরাজের অনবদ্য ক্যাচে ফেরেন উইল ইয়ং (২২)। রান রেটের চাপ বাড়তেই অভিষেককারী পেসার যশ ঠাকুর বোল্ড করেন ফক্সক্রফটকে (৩১)। তবু লড়াই ছাড়েননি স্যান্টনার। অক্ষরকে পরপর জোড়া ছক্কা হাঁকিয়ে কিউয়িদের ১৫০ পার করালেও তাঁকে ২৪ রানে আউট করেন নমন ধীর। শেষমেশ ১৮৭ রানেই গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। ৪৩তম ওভারে ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ককে (১৬) ফেরান অর্শদীপ। ৪৯তম ওভারে অক্ষরের বলে জ্যাকব ডাফির সহজ ক্যাচ ধরে কিউয়ি ইনিংসের ইতি টানেন কোহলি। ঐতিহাসিক ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর বোলারদের মরিয়া লড়াইয়ে ভারতের এই ঘামঝরানো সিরিজ জয় বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়ে দিল। উল্লেখ্য, এর আগে দু'বার কিউয়ি মুলুক থেকে ওয়ানডে সিরিজ জিতে ফিরেছে ভারত।

দুঃস্বপ্নের নিউজিল্যান্ড সফর, ৪ ইনিংসে মোটে ৩০ রান!

বিশ্বকাপের আগে কোণঠাসা রোহিত

নিজস্ব প্রতিবেদন

নিউজিল্যান্ডের মাটিতে চূড়ান্ত দুঃস্বপ্ন। কিউয়ি পেসারদের সামনে রীতিমতো খাবি খেলেন রোহিত শর্মা। চার ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ মোটে ৩০ রান! এর মধ্যে দু'বার খাতাটুকু খুলতে পারেননি। পঞ্চম ওয়ানডেতে আউট হন মাত্র ৭ রানে। আগামী ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে দলের অভিজ্ঞ ওপেনারের এমন জঘন্য ফর্ম নিয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে। পাশাপাশি ভারতীয় ওয়ানডে দলে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও ব্যাটারদের ব্যর্থতা আ।াল করার উপায় নেই। শুধু রান না পাওয়া নয়, গোটা সফরে একটা ইনিংসেও রোহিতকে ক্রিজে স্বচ্ছন্দ দেখায়নি। টাইমিংয়ে গড়বড়। অভিজ্ঞ ওপেনারের থেকে যে নির্ভরতা দল আশা করে, তার সিকিভাগও দিতে পারেননি তিনি। চতুর্থ ম্যাচে ৩৩৪ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ৮৯ রানে অলআউট হয়ে ২৪৪ রানের



লজ্জাজনক হার ভারতের। বিদেশের মাটিতে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দলের এমন অসহায় আত্মসমর্পণ চিন্তায় রাখছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। এই ব্যাটিং বিপর্যয় নিয়ে উদ্বেগ গোপন করেননি হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। জানিয়েছেন, ''আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে এবং নামিবিয়ায় হতে চলা বিশ্বকাপের কন্ডিশন ঠিক নিউজিল্যান্ডের মতোই হবে।'' সেই হিসেবে এই সফর ছিল রোহিত ও বিরাট কোহলির বড় পরীক্ষা। কিন্তু প্রথম ম্যাচে ৭৪ করার পর কোহলিও পরের দুই ইনিংসে করেন মাত্র ৭ ও ৫ রান। সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনা হলেও, একটা পরিসংখ্যান রোহিতের পক্ষে। ২০২৩ বিশ্বকাপের পর ভারতের হয়ে ওয়ানডেতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানশিকারি তিনিই। চলতি বছরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৩৮ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১০১ ও ৯২ রানের ইনিংস রয়েছে ঝুলিতে। আগামী ১৩ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনমে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে শুরু হচ্ছে ভারতের পরবর্তী ওয়ানডে সিরিজ। এরপর বেঙ্গালুরু (১৬ ডিসেম্বর) ও আহমেদাবাদে (১৯ ডিসেম্বর) বাকি দুই ম্যাচ। চেনা পরিবেশে ফর্মে ফেরার মোক্ষম সুযোগ। কিন্তু ঘরের মাঠের রান কি বিদেশের মাটিতে ব্যর্থতার স্মৃতি মুছতে পারবে? বিশ্বকাপের আগে দ্রুত উত্তর বিরাট ও রোহিত দুই মহাতারকাকেই খুঁজতে হবে।

আইসিসি-র বিশেষ নির্দেশ, ডব্লুপিএল-এ বড় বদল আনতে বাধ্য হলো বিসিসিআই

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৫ নভেম্বরঃ উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের আগামী মরশুমের সূচিতে বড় বদল আনল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ডব্লুপিএল ২০২৭-এর দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচগুলি আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল মুম্বইয়ের ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে। কিন্তু সব ম্যাচ সরিয়ে ফেলা হলো সেই স্টেডিয়াম থেকে। তার বদলে ঐতিহ্যবাহী ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হবে এই পর্বের সব ম্যাচ। আর এই বদল আনা হলো আইসিসি-র পক্ষ থেকে এক বিশেষ নির্দেশ পাওয়ার পরে। কেন চডব্লুপিএল-এর ম্যাচ সরাল বিসিসিআই? কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আইসিসি-র পক্ষ থেকে? জেনে নিন বিশদে। ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা মহিলাদের আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এই প্রথম আয়োজিত হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট। ডব্লুপিএল শেষ হওয়ার মাত্র ১০ দিন পরেই শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য পিচ উপযোগী হয়ে ওঠার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে না বলে মনে করছে আইসিসি। এই নিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বিশদে জানিয়েছে বিসিসিআই। সেখানে জানানো হয়েছে, ভেন্যু বদলের অনুরোধ এসেছিল আইসিসি-র পক্ষ থেকেই। সেই অনুরোধ মেনে ডব্লুপিএল কমিটি মুম্বই পর্বের ম্যাচগুলি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরও বলা হয়েছে, 'সূচি অনুযায়ী, ২৬ জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মুম্বই লেগের ১২ থেকে ২০ নম্বর ম্যাচ, এলিমিনেটর ও ফাইনাল সিসিআই-তে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ডব্লুপিএল শেষ হওয়ার পরে আইসিসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর আগে পিচ ঠিক করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যেত না। তাই ভেন্যু বদলের অনুরোধ জানায় আইসিসি। ডব্লুপিএল কমিটি সেই অনুরোধ মেনে নিয়েছে। তাই মুম্বই পর্বের ১১টি ম্যাচই হবে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।' তবে ভেন্যু বদল হলেও ম্যাচের সূচি, তারিখ কিংবা ম্যাচ শুরুর সময়ে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। আগামী ১৪ জানুয়ারি বরোদায় শুরু হবে ডব্লুপিএল-এর পঞ্চম সংস্করণ। প্রতিযোগিতার প্রথম ১১টি ম্যাচ হবে সেখানেই। এর পরে টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলি খেলা হবে মুম্বইতে। ৭ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত হবে ফাইনাল। বরোদা ও মুম্বই-দুই ভেন্যুতেই সব ম্যাচ শুরু হবে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে।

ইতিহাস গড়ে জাপান মাস্টার্স জয় লক্ষ্যর

প্রথম ভারতীয় হিসেবে ছিনিয়ে নিলেন সুপার ৫০০ খেতাব

সংবাদ সংস্থা, টোকিও, ১৫ নভেম্বরঃ প্রথম ভারতীয় হিসেবে জাপান মাস্টার্স সুপার ৫০০ খেতাব জিতে ইতিহাস গড়লেন লক্ষ্য সেন। রবিবার টুর্নামেন্টের ফাইনালে জাপানের কোকি ওয়াতানাবেকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। প্রথম গেমে পিছিয়ে পড়লেও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে ১ ঘণ্টা ৪ মিনিটের লড়াইয়ে ১৩-২১, ২১-১৮, ২১-১৪ গেমে ম্যাচ জেতেন



ভারতের তারকা শাটলার। ফাইনালে কোকি ওয়াতানাবের বিরুদ্ধে প্রথম গেমটি ১৩-২১ ব্যবধানে হাতছাড়া হয়। তবে দ্বিতীয় গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ২১-১৮ ব্যবধানে জিতে সমতা ফেরান তিনি। নির্ণায়ক তৃতীয় গেমে শুরু থেকেই দাপট দেখান লক্ষ্য। বিরতির সময় ১১-৭ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন। এরপর সেই লিড আরও বাড়িয়ে ২১-১৪ ব্যবধানে গেম ও ম্যাচ পকেটে পোরেন। সেমিফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার আলউয়ি ফারহানকে তিন গেমের লড়াইয়ে হারিয়ে উঠেছিলেন ফাইনালে। এই জয়ের ফলে লক্ষ্য ৯,২০০ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট পেলেন, যা মরশুম-শেষের বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালসের যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। বর্তমানে বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনি ১২তম স্থানে রয়েছেন। এই টুর্নামেন্টের শীর্ষ ৮ জন আগামী ৯-১৩ ডিসেম্বর চিনের হাংঝাউতে ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালসে খেলবেন। সম্প্রতি জার্মানিতে হাইলো ওপেন জিতেছিলেন লক্ষ্য। ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার জোনাথান ক্রিস্টিকে হারিয়ে কেরিয়ারের সপ্তম বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর খেতাব জিতেছিলেন তিনি। তার সুবাদে ফাইনালসের দৌড়ে আট ধাপ এগিয়ে ১০ নম্বরে উঠে আসেন। এবার জাপান মাস্টার্স জয়ের ফলে শীর্ষ আটে ঢোকার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হল। গত বছর এই টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন। তবে জাপানের কেন্টা নিশিমোতোর কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল। এবার সেই আক্ষেপ মিটিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন লক্ষ্য সেন।

রোনাল্ডোর মতো জার্সি আর কাউকে নয়, ৭ নম্বর লেখার নকশাই বদলে দিল পর্তুগাল

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ১৫ নভেম্বরঃ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে সম্মান জানাতে অভিনব উদ্যোগ নিল পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন। সদ্য অবসর নেওয়া পর্তুগাল কিংবদন্তির সম্মানে '৭' নম্বর জার্সির সংখ্যার নকশার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। অর্থাৎ, রোনাল্ডোর জার্সিতে 'সাত' সংখ্যাটি যেভাবে লেখা থাকত পর্তুগালের নতুন সাত নম্বর জার্সিতে সেই সংখ্যাটি অন্যরকমভাবে লেখা থাকছে। জানা গিয়েছে, সাত সংখ্যাটির মাঝখানে একটি দাগ এবার থেকে থাকবে। আসলে রোনাল্ডোর সাত নম্বরকে চিরকালীনভাবে ইতিহাসে ঠাঁই দিতে এই সিদ্ধান্ত। পর্তুগালের হয়ে সিআর সেভেনের ২৩ বছরের ঐতিহাসিক কেরিয়ার এবং অবদানকে চিরসম্মরণীয় করে রাখার জন্যই '৭' সংখ্যার নকশা বদলে ফেলা হচ্ছে। ভবিষ্যতে পর্তুগালের কোনও ফুটবলার রোনাল্ডোর জার্সির সাত নম্বর নকশা পরে খেলবেন না। পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন বলেছে, ''সাত নম্বর জার্সি নকশা বদল করা হয়েছে। যা আগেরটির থেকে আলাদা। এই পদক্ষেপ নেওয়ার কারণ, রোনাল্ডোর পরিহিত সাত নম্বর জার্সিকে অমর করে রাখার জন্য।'' এদিকে শনিবার মধ্যরাতে অভিনব সম্মান রোনাল্ডোকে জানিয়েছেন পর্তুগাল ফুটবলাররা।

'ওদের উদযাপনের অধিকার আছে!' আগ্রাসী উল্লাস বিতর্কে জুনিয়রদের পাশে বিসিসিআই সচিব

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৫ নভেম্বরঃ এক উইকেটে অবিশ্বাস্য জয়। আর তারপরই বাঁধভাঙা উল্লাস। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারতের রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর ময়দানি সেলিব্রেশন ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক। বিপক্ষ খেলোয়াড়দের দিকে ভারতীয় জুনিয়রদের আগ্রাসী অঙ্গভঙ্গি নিয়ে যখন সমালোচনার ঝড়, ঠিক তখনই দলের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন বিসিসিআই সচিব দেবজি সাইকিয়া। খাদের কিনারা থেকে ফিরে অকল্পনীয় জয়। আবেগ কি বাঁধ মানে! এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোর্ড সচিব সাফ জানান, এভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়াই জেতার পর তরুণ ব্রিগেডের উল্লাস একেবারে স্বাভাবিক। তাঁর কথায়, ''এই জয় ওদের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং লড়াকু মানসিকতারই প্রমাণ। একটা সময় মনে হচ্ছিল ম্যাচটা ভারতের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও ওরা যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তা ওদের অদম্য আত্মবিশ্বাস আর হার-না-মানা মনোভাবকেই তুলে ধরে।''



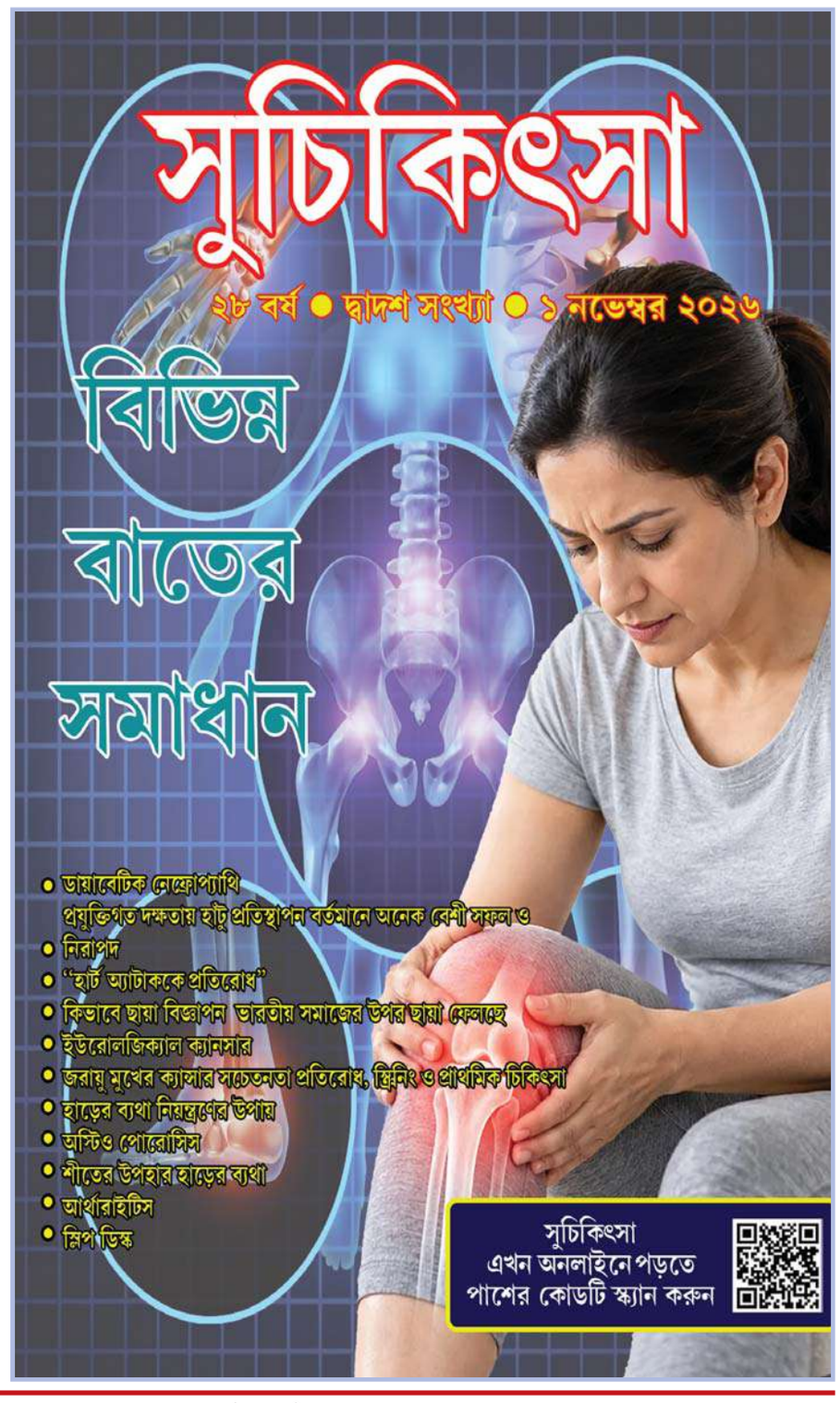
সাইকিয়ার স্পষ্ট যুক্তি, ''এত কঠিন পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ বের করে আনার পর ওদের সেলিব্রেট করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আমাদের উচিত ওদের সেটা করতে দেওয়া।'' শনিবার ওমানের ফাইনালে ৩৩৮ রান তাড়া করতে নেমে একটা সময় ৮ উইকেটে ২৫২ হয়ে যায় ভারত। শেষ ৫১ বলে দরকার ছিল ৮৬ রান। সেখান থেকে মানাল চৌহান (৩২ বলে ৪৭) ও মোহিত উলভার (২৬ বলে অপরাজিত ৪৯) জুটিতে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন। শেষ বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে দলকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দেন মোহিত। এরপরই মাঠে ছুটে আসেন ভারতীয় দলের বাকিরা। জাতীয় পতাকায় মুড়ে ফেলা হয় মোহিতকে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিওতে দেখা যায়, উল্লাসের মধ্যে পাক উইকেটকিপার হামজা জহুর ও অন্যান্যদের দিকে বেশ কিছু আগ্রাসী অঙ্গভঙ্গি করছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি আসরে নামতে হয় ভারতের সাপোর্ট স্টাফদেরও। ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানোর পর তরুণ রক্তে বাঁধভাঙা আবেগ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ম্যাচ জেতার পর বিপক্ষকে লক্ষ্য করে এমন আগ্রাসী অঙ্গভঙ্গিতে ক্রিকেটের আদি ক্রীড়াসুলভ মানসিকতা বিঘ্নিত হয়েছে কি না, তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন তুলছে সমাজমাধ্যমের একাংশ। যদিও এতকিছুর মধ্যে বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তার মন্তব্য বুঝিয়ে দিল, জুনিয়রদের আগ্রাসনকে ইতিবাচক লড়াইয়ের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই দেখছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

২ ম্যাচ পর হলান্ডের গোল, জয়ে ফিরল নরওয়ে

সংবাদ সংস্থা, অসলো, ১৫ নভেম্বরঃ উয়েফা নেশন্স লিগে শনিবার ওয়েলসকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে নরওয়ে। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর, আন্তোনিও নুসা দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান আন্দ্রেয়াস শেলদেরিপ। কিছুক্ষণ পর ডেভিড ব্রুকস একটি গোল শোধ করে লড়াই জমিয়ে তোলেন। তবে নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট বাকি থাকতে ব্যবধান ফের বাড়িয়ে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন হলান্ড। একটা সময় মনে হচ্ছিল, হয়তো টানা তৃতীয় ম্যাচ গোল ছাড়াই কেটে যাবে হলান্ডের। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ম্যাচপ্রতি যার অন্তত একটি করে গোল আছে,



তার জন্য যা ভীষণ রকমের অস্বাভাবিক। শেষ পর্যন্ত তা আর হয়নি ওয়েলসের ডি-বক্সে শেলদেরিপ ফাউলের শিকার হওয়ায়। সফল স্পট কিকে স্কোরলাইনে নাম লেখান ম্যানচেস্টার সিটি তারকা। জাতীয় দলের হয়ে হলান্ডের গোল হলো ৬৬টি, ৬০ ম্যাচে। গত অক্টোবরে ওয়েলসের মাঠে প্রথম লেগে ২-১ গোলে হেরেছিল নরওয়ে। এবার সেই হারের প্রতিশোধ নেওয়ার পাশাপাশি, নেশন্স লিগে কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখল গত বিশ্বকাপে কোয়ার্টার-ফাইনালে দলটি। জয়ে আসর শুরুর পর, গত তিন ম্যাচে হেরে যায় নরওয়ে। পাঁচ ম্যাচে দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত দ্বিতীয় স্থানে আছে তারা। ৩ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে থাকা ওয়েলসের শেষ আটে ওঠার আশা শেষ।



রোনাল্ডো-পরবর্তী প্রথম ম্যাচে পর্তুগালের জালে ৪ গোল

জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়া ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তার নাম ও ৭ নম্বর লেখা জার্সি গায়ে চাপিয়ে মাঠে নামলেন পর্তুগালের খেলোয়াড়রা। কিন্তু ব্রুনো ফার্নান্দেজ, জুয়াও ফেলিক্সরা নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে পারলেন না। দাপুটে জয়ে উয়েফা নেশন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠার পথে বড় এক ধাপ এগিয়ে গেল ডেনমার্ক।

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ১৫ নভেম্বরঃ ঘরের মাঠে শনিবার রাতে ৪-১ গোলে হেরেছে পর্তুগাল। পিয়ের-এমিল হয়বিয়ার পেনাল্টি গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ডেনমার্ক। দ্বিতীয়ার্ধে রাসমুস হয়লুনের জো।া গোলের পর ব্যবধান আরও বাড়ান ইওয়াখিম আন্দেরসন। একেবারে শেষ সময়ে পর্তুগালের সান্ত্বনার গোলটি করেন বের্নার্দো সিলভা। আসরে আগের চার ম্যাচেই জিতে শেষ আটের টিকেট নিশ্চিত করা পর্তুগাল প্রথম হারের তেতো স্বাদ পেল। পাঁচ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' লিগের চার নম্বর গ্রুপের শীর্ষে আছে প্রতিযোগিতাটির দুইবারের চ্যাম্পিয়নরা। তিন জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে ডেনমার্ক। দিনের শুরুতে ওয়েলসকে ৩-১ গোলে হারানো নরওয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে। তলানিতে ওয়েলসের পয়েন্ট ৩। শীর্ষ দুই দল পাবে শেষ আটের টিকেট। পর্তুগালের বিপক্ষে প্রথম দেখায় গত মাসে ঘরের মাঠে ৪-২ গোলে হারা ডেনমার্ক এবার ব্রাগায় শুরু থেকে



দাপট দেখায়। বলের নিয়ন্ত্রণ রাখার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করে তারা। প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ের পর পর্তুগাল ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে এবং বেশিরভাগ সময় বলের নিয়ন্ত্রণ রাখে, তবে তারা খুব একটা নিশ্চিত গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। ৩৮তম মিনিটে বল জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোল পায়নি ডেনমার্ক। চার মিনিট পরই সফল স্পট-কিকে দলটিকে এগিয়ে নেন পিয়ের-এমিল হয়বিয়া। বক্সে পর্তুগালের হুবেন দিয়াসের হাতে বল লাগলে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। দ্বিতীয়ার্ধে আট মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে পর্তুগালের ঘুরে দাঁড়ানোর আশা প্রায় শেষ করে দেন হয়লুন। ৪৯তম মিনিটে ডান দিক থেকে মিকেল ডামসগার্ডের ক্রসে ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে ভলিতে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এই ফরোয়ার্ড। ৫৭তম মিনিটে হয়বিয়ার পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সে ঢোকার মুখে প্রতিপক্ষের একজনের বাধা এড়িয়ে ডান পায়ের জোরাল শটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন তিনি। ৭৫তম মিনিটে ডান দিক থেকে মাথিয়াস ইয়ানসেনের ফ্রি-কিকে বক্সে জোরাল হেডে দলের চতুর্থ গোল করেন আন্দেরসন। তিন মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে পর্তুগালের ব্যবধান কমান বের্নার্দো সিলভা। জুয়াও নেভেসের শট গোলরক্ষক ঠেকানোর পর কাছ থেকে জালে পাঠান তিনি। আগামী মঙ্গলবার গ্রুপের শেষ রাউন্ডে ওয়েলসের মাঠে খেলবে পর্তুগাল, আর ডেনমার্ক ঘরের মাঠে নরওয়ের মুখোমুখি হবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com